KARAGOLA
MAR 2

REGISTERED NO 77. Registered No 77. REGISTEREDNO77

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৸৹, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৸৹, ডাক মাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাকশুল ১৷৹ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵৹ আনা।

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততাধিকবার ৵৹ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

১১শ ভাগ। কলিকাতাঃ—১৭ই ফাল্‌গুণ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ। ৩ সংখ্যা।

অমৃতরস ॥

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত

মহৌষধ।

ইহা কেবল কতকগুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগনাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতী আশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার নিগুঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি-মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘ কাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা সেবনে অনেক অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগ ও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, যক্ষ্মা, শূল ও বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্লপিত্ত অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারিজ্বর, উপদংশ পারদ ঘটীত দোষ, মুত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্তবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু যকৃৎ ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, এই ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর, মূর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে যে যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার এই মহৌষধ ইংরাজি১৮৬৮ সাল হইতে প্রচার হইয়াছে। আমার প্রকাশের পরে যে কতই ইহার নকল হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রত্যেক শিশির অগ্রিম মূল্য ৫৷০ টাকা। ডাকমাশুল আন্দাজ ১ টাকা। ব্যারিং বা পেড একই মাশুল।

ওলাউঠার অত্যাশ্চর্য্য অমোঘ বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা এবং সাহেব লোকের পত্র দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধের ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মূল্য ডাকমাশুল বাদে অন্যূন ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পরে।

যে সমস্ত আরোগ্য সমাচার সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে তাহা একত্রে প্রকাশ করিতে গেলে কেবল বাহুল্য মাত্র। এজন্য তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েক খানি নম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের ২ শিশি অমৃতরস সেবন করিয়া রোগীর দ্বৌকালিন জ্বর, প্লীহা ও কাশী প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের অমৃতরসের গুণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম কারণ উক্ত রোগীকে ডাক্তার প্রভৃতি সকলে এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার অমৃতরস এক শিশি সেবন করাইতেই প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় শিশি সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সবল হইয়াছে।

শ্রীরামনারায়ণ সাহা এবং কোং,
নিউ মেডিকেল হল ভাগলপুর।

আমি ৪ শিশি অমৃতরস আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে এক শিশি শ্রীমতি মাতুলানীকে সেবন করানতে তাঁহার মূর্চ্ছা, গাত্র দাহ, শরীর দুর্ব্বলতা ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়াছে পুনরায় আর এক শিশি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই অমৃতরস নামক মহৌষধের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

দানাপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার মাতুলের কারণ এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া সেবন করানতে তাঁহার মাতুল মহাশয় বিশেষ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ,
দানাপুর।

আমি ক্রমে অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার করানতে উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী,
শ্বেতমন্দার, আসাম।

আমি বিগত বর্ষে ক্রমাগত ৪ ব্যক্তির জন্য অর্শ রোগের এবং একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের কারণ অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাঁহারা ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্বে ৬ টী সন্তান হইয়া ৩ টীর ২দুই এক মাস বর্ত্তমান থাকিয়া, অপর একটীর জন্ম মাত্র,মৃত্যু হইয়াছিল। অমৃতরস সেবনের পরই তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে সে ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে ভাল দেখা যায় অমৃতরস যে চমৎকার ঔষধ তাহা জ্ঞান করা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ কিশোর দত্ত, নাজীর,
নওগাঁ। আসাম।

আমার একজন বন্ধু অনেক দিন হইতে ভগন্দর ও পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় তিনি জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে বিরত হইয়াছিলেন। আপনার অমৃতরস সেবন করাতে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীনিশি চন্দ্র বিশ্বাস
ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমার পত্নীর সূতিকার পীড়ার জন্য যে অমৃতর[illegible] প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহাতে বিশেষ উপকার হই[illegible]য়াছে।

শ্রী[illegible]াজ কুমার ঘোষাল
সীমল। কলিকাতা।

অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আম[illegible] একটী বন্ধু পত্নীর রক্ত প্রদর পীড়া হইয়া অতিশয় ক[illegible] ভোগ করিতেছিলেন এমন কি সময়েসময়ে এরূপ অজ[illegible] শোণিত নির্গত হইত যে তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইত। এই অবস্থাতে ডাক্তার ও বৈদ্য চিকিৎসা করা[illegible]ইতে ত্রুটী করা যায় নাই। অবশেষে মহাশয়ের জগৎ[illegible] বিখ্যাত অমৃতরস মহৌষধী ২ শিশি আনাইয়া কিছু দি[illegible] ব্যবহার করায় নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে[illegible] মহাশয়ের মহৌষধের অপরিসীম গুণ দেখিয়া আমা[illegible] বন্ধু ও এখানকার সকলে চমৎকৃত হইয়াছে। আমা[illegible] মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি [illegible] মহাশয় দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ শুভ কর্ম্মে নিয়ত ব্র[illegible] থাকুন।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক নানদান জেলা বর্দ্ধমা[illegible]

আপনার অমৃতরস এক শিশি আমার জন[illegible] [illegible]াকুরাণীকে সেবন করানতে তিনি আক্রান্ত পিত্তশূ[illegible] ঠ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাহাতেই আপনার অমৃতর[illegible] অত্যাশ্চার্য্য গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডেঃ পোঃ মাঃ
গঙ্গারামপুর, জেলা দিনাজপুর।

আমি জ্বর ও কাশীর ব্যারামে যৎপরোনাস্তি ব[illegible] পাইতেছিলাম অনেক ডাক্তার হাকিম ও বৈদ্য দ্বারা না[illegible] প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই আরোগ্য না হওয়[illegible] অবশেষে মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত অমৃতরস এক শি[illegible] আনাইয়া সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য [illegible]য়াছি

শ্রীকা[illegible]
পীলে গ্রাম, জেলা হুগলী।

আপনার মহৌষধি অমৃতরস দুই শিশি আনাই[illegible] আমার সন্তানকে সেবন করানতে প্লীহা ও জ্বর এ[illegible] কালীন নিবারণ হইয়াছে। ধন্য আপনার অমৃতরস।

শ্রীমধুসুদন রায় চৌধুরী
জমীদার কুণ্ডী, জেলা রঙ্গপুর।

আমার পিতাঠাকুর অতীব কষ্টদায়ক ও প্রা[illegible] নাশক গ্রহিণীরোগে আক্রান্ত হওয়ায় দেশীয় চিকি[illegible] সকদিগের দ্বারা স্বর্ণপর্পটী, পক্কাম্র ও গগণসু[illegible] প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঔষধ এবং গ্রহিণী মিহির তৈ[illegible] প্রস্তুত করাইয়া সেবন ও মর্দ্দন করণান্তর রোগের কো[illegible] হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সর্ব্ব[illegible] শেষে আপনার অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া সে[illegible] করাইয়াছিলাম তাহাতে তিনি উত্তম রূপ আরোগ্য লা[illegible] করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাঁশডিহা জেলা বালেশ্বর।

মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি অমৃতরস আন[illegible]ইয়া তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উক্ত ঔষধ এক[illegible] সুতিকা পীড়ায় ব্যবহার করা হয় তাহাতে রোগী উত্ত[illegible] রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহরি দয়াল চৌধুরী
উকড় লাহা জেলা বর্দ্ধমান।

মহাশয়ের মহৌষধি অত্র স্থানে যিনি সেবন করিয়াছেন সকলেই সুন্দররূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু
কটক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি উদরাময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিককাল কষ্ট ভোগ করিতেছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে মহাশয়ের অমৃতরস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম তাহাতে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
হিতসাধনী সভার সম্পাদক।

আপনার অমৃতরসের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ। ইতি পূর্ব্বে ঈদৃশ মহোপকারী ঔষধের আবিস্কার দেখা যায় নাই। আমি যে এক শিশি অমৃতরস আনয়ন করিয়াছিলাম তাহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ভরসা করি যাহারা নানাবিধ রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাহারা উল্লিখিত ঔষধ সেবনে কদাচ বিরত না হন।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দাস
কাশিম বাজার বহরমপুর।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাত-ব্যাধি, বাকরোধ হইয়া শয্যাগত, অচল ও অবশাঙ্গ ছিলেন, আপনার অমৃতরস এক শিশি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিবে বিবেচনা হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
রামগঞ্জ নওয়াখালি

ওলাউঠার বটীকা।

আপনার নিকট হইতে যে ১০ টাকার ওলাউঠার ঔষধ আনাইয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং সেই সমুদয় টীকারই ফল পাইয়াছি অর্থাৎ সমুদয় রোগীই আরাম হইয়াছে।

শ্রীরমণী কান্ত রায়
দাসড়া মাণিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনায়ো প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য
মলিয়াতা রাজকাটী দুর্গাপুর।

CHOLERA-PILL.

I have very great pleasure in informing you that your cholera pills have been a great boon to those infected with cholera. I tried them in cases in all of which they were successful except in 5 or 6 cases.

C. W. Richardson
Chairman Satara Municipality.

I am requested by the Moharaja of Burdwan to inform you that during the recent outbreak of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occurred among the servants of His Highness and were found to be efficacious.

T, B. Miller
Private Secretary.

I am happy in being able to testify to the general efficacy of your cholera pills, they having proved superior to all allopathic medicines in cholera cases.

Haran Chandra Chatterji
Hd. Master Nowgong school
Nowgong, Assam.

I am exceedingly glad in informing you that your cholera pills were administered in 10 cases with successful results.

D. S. Gholker
S. N. G. Library, Kothapore
Southern Maratha country.

I have much pleasure to inform you that during the present outbreak of cholera here I have been able to cure several cases without any failure by the use of the said pills,

Tarinee Prosad
Pleader,
Judge's Court, Bhagulpore

I am much indebted to you for your cholera pills. I have administered them in upwards of [illegible] cases in which I found it to be most effcacious and I confidently say that they the best remedy for the epidemic. In fact they have [illegible] to b[illegible] [illegible]gst the cases in [illegible]

probably on account of the advanced state of the disease.

Anna Gopal, Tanna.

AMRITARASSA.

Amritarassa has really a wonderful efficacy over Hysteria. Since the administration of the Amrita my wife had had no fit,

Suresh Chander Ghose
Asst. Surgeon, Rurkee,

My sister who was suffering from chronic Dyspepsia and Dysentry for a long time, has greatly benefited by the use of one phial of your valuable Amritarassa.

Jogendra Chander Bose
Pleader, Ludhiana,

The phial of your Amritarassa that you sent me has perfectly cured me of Dyspepsia and Diarrhœa I gave a little of it to a Mr Burnham of our office for his old fever and ague; and he having recovered, desires me to write for one phial more.

Gopal Chander Gangooly
Foreign department
Simla Hill

NEW AMALGAMATED SOCIETY OF RAILWAY SERVANTS IN INDIA.

REGISTERED UNDER ACT XXI OF 1860
HEAD OFFICE ALLAHABAD.

The above Society has been established for the purpose of carrying out the following objects.

The improvement of the general condition of Railway servants in India. To afford assistance to its members when thrown out of employment. To provide legal support for its members and also render them assistance in cases of sickness. It likewise affords a superannuation allowance to old, or disabled members, and will promote such undertakings as will conduce to the improvement of the Railway service generally. In addition to the above the relatives of a deceased member, not in arrear with his subscriptions at the time of his death, are entitled to the sum of Rs. 250, Rs. 150, or Rs. 75 according to the class of subscribers the deceased member may have belonged to. There is also a Death Benefit Fund attached to the Society and on the death of any member belonging to the Fund his nominee will receive one quarter the amount there is in the Fund.

ANY Railway employee, *whatever his caste, creed, or nationality*, is eligible for membership in the Society, providing he is a *sober, steady, industrious* man who *understands* his work, and can *read*, and *write*. The following are the fees payable by members.

	On joining, including 1st month's Subscription and cost of rule book.			Monthly subscription payable in advance.		
	Rs.	Ans.	P.	Rs.	Ans.	P.
Class A.	12	4	0	2	0	0
,, B.	7	4	0	1	0	0
,, C.	3	12	0	0	8	0

And an annual assessment payable in January for all classes of eight annas per member, to revert exclusively to a Delegate Meeting Fund.

The Society is established on most of the Indian Railways, and possesses a journal of its own in which are published the proceedings of the various meetings that are held.

For further information apply to any of the Branch Secretaries or to

F. T. ATKINS
General Secretary
New Amalgamated Society of Railway Servants in India, Allahabad.

রুশ তুর্ক যুদ্ধ।

প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীগণ মূল্য ও ডাক মাশুল /০ আনা হিসাবে পাঠাইলে পুস্তক পাইবেন। ১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; ১৩৫নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট মহেশচন্দ্র ভৌমিক; ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ও চিথলিয়া দোগাচি পোষ্ট পাবনা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল /০ আনা মাত্র।

পাষাণ প্রতিমা।

(ঐতিহাসিক দৃশ্য-কাব্য।)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গায়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ক্যানিং লাইব্রেরিতে, চীনাবাজার পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে এবং হোগল কুঁড়িয়ায় সংবাদ প্রভাকর কার্য্যালয়ে গ্রন্থকারের নি[illegible] প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টা[illegible] ডাক মাশুল /০ [illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "প্রভাত চিন্তা" এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত "হেলেনা কাব্য, প্রথমখণ্ড' উভয়ের পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত সটিক নূতন সংস্করণ (যাহা আগামী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ বিভাগের স্কুল সমূহের জন্য পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, ও এতদুভয়ের সরল ব্যাখ্যা "ঢাকা, পটুয়াটুলী, ২৬। ২৭ নং ভবন কাব্য প্রকাশ লাইব্রেরীতেই, কে, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা বিক্রিত হইতেছে।

উক্ত লাইব্রেরীতে ছাত্র বৃত্তির পাঠ্য সমুদয় পুস্তক এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থাদি — কাব্য, নাটক. উপন্যাস, নবন্যাস, চরিতাখ্যান ও রহস্যাদিও— বিক্রীত হইতেছে। অধিক পুস্তক ক্রয় করিলে ক্রেতাদিগকে যথোপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়। নগদ মূল্য সহ ডাক মাসুলএবং পেকিং খরচা পাঠাইলে অতি যত্নের সহিত বিদেশে পুস্তক পাঠাইবারও অতি সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যথোপযুক্ত কমিসন পাইলে অতি যত্নের সহিত উক্ত লাইব্রেরীতে বিদেশীয় গ্রন্থকারবর্গের পুস্তক বিক্রয়ার্থ গচ্ছিত রাখা হয়।

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।
১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ইংরাজি ও বাঙ্গলা ব্যবস্থা পুস্তক, ঔষধ পূর্ণ নানাপ্রকার গৃহ চিকিৎসার বাকস এবং চিকিৎসক ও পথিকদিগের সাথ লইয়া বেড়াইবার অতি সৌন্দর্য্য বিলাত নির্ম্মিত পকেট কেস ও অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ চিকিৎসার ওলাউঠার বাকস সমেত ব্যবস্থা পুস্তক।

১২ শিশি ৫ টাকা				২৪ শিশি ১০ টাকা।		
ক্যাম্ফার						১ টাকা।
পকেট কেস	শিশি	১২	২৪	৩০	৩৬	৬০
ক্ষুদ্র বটীকার সমেত ব্যবস্থা পুস্তক		৭	১২	১৫	"	২৫
১ ড্রাম শিশি			৯	১৬	"	"
২ ড্রাম শিশি			১২	২০	"	৩০
						বিনা পুস্তক।

লালবিহারি মিত্র এবং কোং,
হোঃ চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

NOTICE.

The following properties will be put up to sale at "De Burgh House," Shadhanpore, Burdwan, on Saturday, the 2nd. March next (19th Falgun current Bengali) at 4 P. M.

	Names of Mehals	Nature Proprietorship to be sold	Annual revenue or rent.	Where setuated.
1	Subhadrapur Towjee No. 1048.	Aymah	Rs. 7—7—6	All in Thana Gangoor Chowky and District Burdwan.
2.	Lot Samunti	Putnee	—3273—7—7	
3.	Lot Katalia	Do	—1708—7—7	
4.	Kismut Kabastikri	Do	—400—2—1	
5.	Hurkola	Do	—1640—,,—,,	
6.	Koley Kamalpur	Do	— 91—10—9	
7.	Kismut Rajpur	Do	— 417—1—,,	
8.*	Kamalpur Khojhari	Durputnee	— 666—8—,,	
9.	Lot Nandiara	Do	— 810—,,—,,	
10.	Besides these Lakraj lands, 8 ardens and Ponds in Sreedhurpur &c.			

* This if not sold on the 19th instant under a decree of of the Sub-Judge Burdwan.

৪৪

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন১২৮৪ সাল, ১৭ই ফাল্‌গুণ, বৃহস্পতিবার।

বিধাতা! কি পাপে ইহা হইল।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে যিনি চাকদহা হইতে নৌকা যোগে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তাহার হয় ত স্মরণ আছে যে তখন ভাগিরথীর উভয় তটের কি মনোহর শোভা ছিল। উভয় তট ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক স্থানে প্রতি দিন সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। স্নান, পূজা, বায়ু সেবন প্রভৃতি উপলক্ষে এখানে কত লোকেরই সমাগম হইত, কত বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ এক এক স্থানে সমবেত হইয়া মনের অসীম আনন্দে কত উল্লাসই প্রকাশ করিত। হিন্দু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা ভক্তিরসে গদ গদ হইয়া দুই হস্তে রাশি২ পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, এবং নানা বর্ণে রঞ্জিত কাশ্মীরের ভাসমান পুষ্পোদ্যানের ন্যায় গঙ্গার বক্ষঃস্থল অলৌকিক শোভা ধারণ করিতেছে। বালকেরা কুদ্দন করিয়া অত্যুচ্চ তট হইতে ভাগিরথী নীরে ঝম্প প্রদান করিতেছে, অথবা দলবদ্ধ হইয়া মীনের ন্যায় গঙ্গার বক্ষঃস্থলে অনির্ব্বচনীয় উল্লাসের সঙ্গে জল ক্রীড়া করিতেছে। রমণীরা দিগালোক করিয়া গাত্র মার্জন করিতেছেন এবং তাহাদের নির্ম্মল, উৎকণ্ঠা-শূন্য পবিত্র হৃদয় হইতে অবিশ্রান্ত আনন্দ স্রোত বিনির্গত হইয়া বায়ু রাশিতে আনন্দ তরঙ্গ উঠাইতেছে, অথবা তাহারা কক্ষে কলসীধারণ করিয়া বিদ্যুৎমালার ন্যায় শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া গমন করিতেছেন ও জগতবাসীরা হিন্দু মহিলা-দিগের মরালগতি, সলজ্জভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। এক দিন এই সমুদয় স্থান এক রূপ দেব দুর্ল্লভ ও অনুপম আনন্দের স্থান ছিল। ভাগিরথী তটে কত সুশোভিত অট্টালিকা, কত অলৌকিক পুষ্পোদ্যান, কত লোকের আবাসস্থান, কত দেবালয় ছিল, অহোরহ মনুষ্যের কোলাহলের নিবৃত্তি হইত না, অহোরহ দেবালয় হইতে মধুর সঙ্গীত স্রোত প্রবাহিত হইত। সহসা এ সমুদয় অদৃশ্য হইয়াছে। বিধাতা! কি পাপে এই সকল অন্তর্হিত হইল?

যাহা ভাগিরথীর তটে অহোরহ বিরাজ করিত, এক না এক আকারে তাহা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিল। তখন হিন্দু ধর্ম্মের এক একটী উৎসব আরম্ভ হইত আর বোধ হইত যে আনন্দের তুফানে হয়ত জগত ভাসিয়া গেল। সেকালের দুর্গোৎ-সব, দোল দেল রথ প্রভৃতি উৎসব যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনিই জানেন যে, বঙ্গদেশবাসীদের কিরূপ জীবনী শক্তি ছিল, আনন্দ উৎসব উপভোগ করার কি অসাধরণ ক্ষমতা ইহাদের ছিল। সেকালের বিবাহ অন্ন প্রাশন প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ উপস্থিত হইলে লোকে আনন্দে বিহ্বল হইত। গ্রামে একটী বিবাহ উপস্থিত হইলে সে দেশের লোক আনন্দে উন্মত্ত হইত। এক বাটীতে অন্ন প্রাশনের অনুষ্ঠান হইলে সহস্র গৃহে এই আনন্দলহরী প্রবাহিত হইত। এ সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে বিধাতা কি পাপে আমাদের এ দুর্গতি হইল? কি পাপে দেশ জনশূন্য হইল? কি পাপে বঙ্গবাসীদের প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল, উৎসাহপূর্ণ হৃদয় শুষ্ক হইল, আনন্দ উৎসব নির্ব্বাণ হইয়া ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল? যে বঙ্গ সমাজে অন্নপূর্ণা হইয়া গৃহলক্ষ্মীরা অনবরত অন্ন ব্যাঞ্জন বিতরণ করিতেন অথচ ভাণ্ডার ধন ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিত, সেখানে কেন হা অন্নের ভয়ঙ্কর রব উঠিল? বিধাতা আমরা ত জানি না যে আমরা এমন কি পাপ করিয়াছি এবং সেই পাপের জন্যে বঙ্গরাজ্যের প্রতি এই রূপ শনির দৃষ্টি পড়িল? শুনিতে পাই জগৎ শেঠের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইয়া বিরাজ করি-তেন, শুনিতে পাই রাণী ভবানী ৫২ লক্ষ টাকার আয় ছিল, শুনিতে পাই নবদ্বীপাধিপতি বঙ্গ হিন্দু সমাজের রাজা ছিলেন। ইহাদেরই বা কি পাপে ধ্বংশ হইল? কি পাপে গাভী দুগ্ধশূন্য হইল, মনুষ্য জরাজীর্ণ, অল্পায়ু, জীবনশূন্য হইল, দুগ্ধ, ঘৃত, আস্বাদশূন্য হইল? বৃক্ষগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় ফল ধারণ করে না, বঙ্গবাসীরা আর পূর্ব্বের ন্যায় সুখে নিদ্রা যায় না? দেশময় ভগ্ন হর্ম্ম্য, দেশময় শোকাকুল ব্যক্তিগণের ক্রন্দন ধ্বনি, দেশময় হাহাকার, অথচ দেশে কোন ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত নাই, রাজবিপ্লব কি মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াও দেশ ছিন্নভিন্ন করে নাই, বরং এখন দেশ দস্যুশূন্য হইয়াছে, প্রতি গৃহবাসীর দ্বারদেশে প্রায় রাজবিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হই-য়াছে, উচ্চ শিক্ষা দ্বারা দেশবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ হই-য়াছে, শারীরিক ও মানসিক সুখভোগের নিমিত্ত দিন২ নূতন উপকরণ সৃষ্টি হইতেছে। এখন অসভ্য যাত্রাদলের পরি-বর্ত্তে থিয়েটরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাস পাশার পরিবর্ত্তে নূতন আমোদ আহ্লাদের সৃষ্টি হইয়াছে, দুলি পাল্কির পরিবর্ত্তে বগী চেরিয়েট হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারতের পরিবর্ত্তে উত্তম উত্তম গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তথাচ বঙ্গ ভূমি ক্রমে শ্মশান হইতেছে, বাঙ্গালিরা এখন মদ্যপান করিয়াও প্রফুল্ল চিত্তে নৃত্য করে না, তাহাদের হৃদয় হইতে দুঃখের স্রোত কেবল প্রবাহিত হয়, এখন কোন জয় লাভ করিয়া তাহারা উৎসব আনন্দ করেনা, কষ্টে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, পুত্র সন্তান হইলে লোকের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, পুত্র কি কন্যার বিবাহ লইয়া কাহার আনন্দ হয় না, মিত্রের সমাগম হইলে মুখ প্রফুল্ল হয় না, পতিব্রতা সতী স্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়া আর পবিত্র আনন্দে বিহ্বল হন না, প্রত্যুত তাহার হৃদয়ে যেন আরো কষ্টের বৃদ্ধি হয়। বিধাতা! বঙ্গ রাজ্যের এই রূপ দুর্গতি হইয়াছে, এদুর্গতির কি মোচন হইবে না? যদি পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার এই অব্যর্থ ফল হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল বঙ্গ সমাজের এই সভ্যতা সহ্য করার শক্তি নাই, বঙ্গ সমাজ উচ্চ শিক্ষার পরিবর্ত্তে সংসারের শান্তিকে অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। যদি দ্বারে দ্বারে রাজ বিচারালয় স্থাপন হওয়ার অব্যর্থ ফল আত্ম কলহ হয়, তাহা হইলে এই বিচারালয় গুলি যত দূরে গমন করে ততই মঙ্গলের বিষয়। ফল যদি বঙ্গ সমাজের এই কঠোর দুর্দ্দশার দিন২ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে আমরা বলি, এদেশের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে আর ইহাকে দগ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই, বিধাতা বঙ্গদেশকে আর যন্ত্রণা না দিয়া ইহাকে রসা তলে নিঃক্ষেপ কর, আমরা যাহা সহ্য করিলাম আমাদের পুত্র কন্যাদের যেন তাহা আর সহ্য করিতে না হয়। আমরা যাহা সহ্য করিলাম আমাদের পুত্র কন্যাদের তাহা সহ্য করিতে হইবে ইহা চিন্তা করিলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বিধাতা হয় আমা-দিগকে ক্ষমা কর নয় বঙ্গ দেশকে একেবারে রসাতলে দেও।

—০০—

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

ফিবার হাঁসপাতাল ও ক্যাম্বেল মেডিকেল হাঁস-পাতালে রোগীদিগের ঔষধ ও অন্যান্য বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। ইডেন সাহেবের মনে এই সন্দেহ হইয়াছে। তিনি এই নিমিত্ত এই দুই স্থানের হিসাব পত্র অনুসন্ধান করিতে একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যে রিজোলিউশন করিয়াছেন, তাহাতে এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা দেখিবেন যেন এই বিভাগটিতে অপরিমিত ব্যয় না হয়। ব্যয় সঙ্কীর্ণ করা কি দুষ্কর্ম্মিদিগকে দণ্ড প্রদান করা, অথবা অন্য কোননিগূঢ় অভিসন্ধি সাধন করার নিমিত্ত ইডেন সাহেব এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তিনি হাসপাতাল সম্বন্ধীয় ব্যয় সংকীর্ণ করিবার জন্যে যেরূপ দৃঢ়সংকল্পতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে যে ইংলিশম্যান তাঁহার সকল কার্য্যে গুণ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত দোষ দেখেন নাই, তিনিও তাহাতে ভীত হইয়াছেন। ইংলিশম্যান বলিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত হাঁস-পাতালে যে অপব্যয় হইয়াছে তাহাতে রোগিদিগের চিকিৎসার কি আহারাদির পরিপাটির উৎকর্ষ হয় নাই, ইহাতে হয় ত যে সমুদয় নিম্নস্থ কর্ম্মচারিদের হস্তে এই সমু-দয় ভার ছিল তাহাদেরই উপকার হইয়াছে, এবং গবর্ণ-মেণ্ট যদি হাঁসপাতালে পূর্ব্বাপেক্ষা কম ঔষধ কি পরিমিত দান করেন তাহা হইলে রোগিদিগের চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যাঘাত হইবে। এখন যে অপব্যয় হ যত দিন অশিক্ষিত অল্প বেতনভুক ভৃত্যদের হস্তে পাতালস্থ রোগীদিগের পথ্য ও ঔষধ বণ্টনের ভার ত তত দিন ইহা নিবারণ হইবে না, সুতরাং ইডেন স শাসনে ইহাই হইবে যে, পূর্ব্বে অজচ্ছল ঔষধ প্রদানের রীতি থাকাতে কর্ম্মচারিদিগের হস্ত যাহা রোগীদের উপকারার্থে ব্যয় হইত এখন তাহা না।

ইংলিশম্যান ইডেন সাহেবের অনুষ্ঠিত কার্য্য যে ভয়ানক ফলের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা যদি হয় তাহা হইলে দেশের ভারি বিপদ। বস্তু দেশ একটী সুদীর্ঘ হাঁসপাতাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই হাঁসপাতালের অর্থ যদি অতৈনিক চিকিৎসালয় হয় হইলে আমাদের উপমাটি ঠিক হয় না। যদি হাঁস রোগীদিগের আত্মনাদপূর্ণ গৃহ হয় তাহা হইলে বঙ্গ তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। আবার যেরূপ দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে তেমনি লোকের অন্যা বৃদ্ধি হইতেছে, যত বঙ্গসমাজ রোগে পরিপূর্ণ ও হীন হইতেছে, তত চিকিৎসা প্রণালী দুর্ল্লভ ও হইতেছে। ইংরাজি সভ্যতাতে কেবল রোগের প্রদু নাই, লোকের অর্থের অসচ্ছলতা হয় নাই, দেশীয় চিকিৎসার উপর লোকের বিশ্বাসের মূলে করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমুদয় বঙ্গ সমাজে পূর্ব্বে যে নামও ছিল না এই রূপ সমুদয় অদ্ভুত রোগের অ হইয়াছে। এখন যেরূপ রোগের প্রাদুর্ভাব হ রোগ যেরূপ দিন দিন নূতন আকার ধারণ কর তেমনি পূর্ব্বে যে জাতীয় চিকিৎসকেরা ঔষধের চাদরে বান্ধিয়া পদব্রজে দ্বারে২ ভ্রমণ করিতেন, যাহ টাকা দর্শনি প্রাপ্ত হইলে কেবল নিরোগ হওয় প্রতি দিন রোগীকে প্রয়োজন মত দর্শন ও ঔষধ করিতেন না, সাধ্য মত রোগীর সেবা ও পথ্যে করিতেন সে জাতীয়, চিকিৎসকের অপলোপ হই এই জাতীয় কবিরাজের অপলোপের সঙ্গে সঙ্গ স্বলের অধিকাংশ স্থান হইতে চিকিৎসা উঠিয়া অথচ আলোপেথিক চিকিৎসার কোন রূপ নাই। দেশের যখন এরূপ অবস্থা তখন প্রজ রক্ষারভার গর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইংলিশ যদিও এ বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদা করেন নাই, তথাচ উহার প্রতি কখনই ইডে বের ন্যায় তত কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তনা করেন হাঁসপাতালে অপব্যয় হইলে তাহা নিবারণ করা নহে এবং ইডেন সাহেব যদি কেবল এই রণের জন্যে এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেন আমরা তত ভীত হইতাম না, কিন্তু তিনি এ যেরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহাতে চিকিৎসা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্ভবতঃ রোগীর সুবিধা ও সুচি উপেক্ষা করিয়া ব্যয় কর্ত্তনের প্রতি যত্ন করিবেন, হাঁসপাতাল কর্ত্তৃক এখন যে উপকার হইতে আর হইবে না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে হাঁসপাতা শুনিলে লোকে ভীত হইত। তাহারা হাঁসপাতাল যমালয় বলিয়া জ্ঞান করিত এবং কেহ নিতান্ত না হইলে আর হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করি ইডেন সাহেবের শাসনে আবার সম্ভবতঃ গর এই পরম হিতকর কার্য্যটির প্রতি লোকের সেই ও ভয়ের উদয় হইবে। ২০ কি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পাতালের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা থাকাতে ক্ষতি না, তখন রোগের সংখ্যা কম এবং চিকিৎসক সুল এখন বঙ্গদেশ জরাজীর্ণ হইয়াছে, বঙ্গদেশে রোগ ভিন্ন আর কোন কথা নাই, অথচ সার কোন সুবিধা নাই। এরূপ সময় যদি হাঁস গুলির প্রতি লোকের ভক্তির লাঘব হয়, ডা চিকিৎসার সৌকর্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া রাজ অর্থপূর্ণ করার যত্ন করেন, তাহা হইলে সাধারণের কি নক দুর্গতিই হইবে। ইডেন সাহেব ব্যয় কর্ত্তনের যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে স কমিশনার কোটস সাহেব আছেন। তিনি জানে

পাততঃ কি দুরবস্থা এবং এ সময় লোকের পাতাল প্রভৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা হয় তাহা হইলেই াবাসীদিগের কি দুরবস্থা হইবে। বৎসর বৎসর ীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া বঙ্গদেশের গত স্যানিটরি তদ সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে, "১৮৭৬ বৎসরের সকল মাসেই বাঙ্গলার সকল জেলাতে রোগ অধিক কি অল্প আকারে প্রাদুর্ভুত হয়। ক্ষে বাঙ্গালা এখন ওলাউঠার এক রূপ আবাস াছে। বাঙ্গলাকে ৬৬৬ মণ্ডলীতে বিভক্ত করিয়া াথায় কোন পীড়া কর্ত্তৃক কত লোক আক্রান্ত ও কের মৃত্যু হয় তাহা নির্ণয় করা হইতেছে এবং এই ১৫৪ স্থানে ওলাউঠা সংক্রামক আকারে, ১৭৪ ভয়ানক আকারে, ৩১৫ মণ্ডলীতে মধ্যম আকারে হয় এবং কেবল ১৯ মণ্ডলীতে ইহা দেখা যায় না। সর অপেক্ষা এ বৎসর ৮৮৩২৮ জন অতিরিক্ত এই রোগে মৃত্যু হয়।" "গত বৎসরের সকল সকল জেলাতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গত এই রোগে ১০৭৪৬ লোকের মৃত্যু হয়, ইহার ৎসরে ইহা দ্বারা ৫২৮০ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।" ৎসর সকল জেলাতে বৎসরের সকল সময় জ্বরের ব হয়। গত বৎসর জ্বরে ৫৬০৫৩০ লোকের মৃত্যু হার পূর্ব্ব বৎসর ইহা কর্ত্তৃক ৩৬৮০৮৭ লোকের ইয়াছিল।" "অজীর্ণ রোগে গত বৎসরের পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ লোকের প্রায় মৃত্যু হইয়াছিল।" বৎসরের সানিটরি রিপোর্ট অদ্যাপি প্রকাশিত , কিন্তু এ বৎসর যে বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে ান্ত পর্য্যন্ত মহামারি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ লেই জানেন। এরূপ অবস্থাতে যে কার্য্যে গবর্ণমে- তিষ্ঠিত চিকিৎসালয় গুলির প্রতি লোকের হতশ্রদ্ধা প কার্য্য করা অতি ভয়ানক ব্যাপার এবং ইডেন যেরূপ ভাবে হাঁসপাতালের ব্যয় কর্ত্তন করিতে করিয়াছেন তাহাতে এই রূপ বিপদ হইবার

—০০—

ন ইনকম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে এদেশীয়েরা দণ্ডায়মান আমাদের বিশ্বাস হয় যে, যত দিন কলিকাতা- গর হস্তে দেশের শুভাশুভের ভার অর্পিত থাকিবে দেশের মঙ্গল নাই। যখন প্রজাদের অর্দ্ধেক াতে হইবে এই আহ্লাদে আট খানা হইয়া আমা- লিকাতাবাসী নেতারা রোড সেস প্রদানে সম্মত ন আমাদের এই বিশ্বাস আরো দৃঢ়ীভূত হয়। ওয়ার্ক সেস সম্বন্ধে আমাদের নেতারা তার সঙ্গে কাজ করেন তাহাতে আমাদের স আরো দৃঢ়ীভূত হয়, এবং এ সম্বন্ধে যে কিছু ল তাহা লাইসেন্স ট্যাক্সের সময় দূর হইল। এখন তায় কোন রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইলে র ভয় হয় যে আবার ইহারা দেশের কি ক্ষতি চলিলেন, এই জন্যে আমাদের ইচ্ছা যে, ইহারা আর রাজনৈতিক গোলযোগ না করেন। এই নিমিত্ত স ট্যাক্স লইয়া কলিকাতাবাসীরা সাধারণ সভা ন শুনিয়া আমাদের ভয় হইয়াছে, আনন্দের য় নাই। ফলতঃ আমরা জানিনা না যে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য দরিদ্র প্রজার স্বার্থরক্ষা, কি গবর্ণমেন্টের পক্ষ অথবা অনুষ্ঠানকারীদিগের নিজ স্বার্থ সাধন। ব্রিটিশ আশোশিয়েসন যে আকারে এসম্বন্ধে আবেদন এ সভার কার্য্যাদি সেই রূপ হয় তবে এ সভা না ই ভাল হয়। কারণ বঙ্গবাসীদের এত জীবনী শক্তি ক্রীড়া করিয়া উহা বৃথা নষ্ট করে। গবর্ণমেণ্ট র করিয়া যে কোটি ব্যক্তির উপর এই কর ভার করিতেছেন, যত দিন বিধাতা তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্ত বেন তাহারা নিরব হইয়া তাহা প্রদান করিবে। নিজের স্বার্থের নিমিত্ত তাহাদিগকে বলি দান শঙ্কুচিত হন না, তাহারা এরূপ বন্ধু অপেক্ষা বিক্টোরিয়ার প্রতিনিধিদিগের উপর নির্ভর করিতে সাহস করে। ইডেন সাহেব এখানে চিরকাল না। লর্ড লিটন এবার কমন্সণা দ্বারা দীন হীন দরিদ্রদিগের প্রতি যেরূপ অবিচার করিলেন, তাহা তিনি হয় ত শীঘ্র বুঝিতে পারিবেন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের যত্ন এবার বৃথা হউক, ইহা ফলবতী হইবার অবশ্য সুযোগ উপস্থিত হইবে। বিধাতার সৃষ্টি কখনই লয় হইবে না। তিনি রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে করুণার উদয় করিবেন। দরিদ্রের চীৎকার ক্রন্দন, আত্মনাদ এক না এক সময়ে অবশ্য সাগর পার হইয়া গমন করিবে, অবশ্য ইহা এক সময় সিমলার অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে গমন করিবে, এই ক্রন্দনের রোলে অবশ্য এক না এক সময় ইংলণ্ডেশ্বরীর সিংহাসন টলিবে।

বোম্বাইবাসীরাও মানুষ, কলিকাতাবাসীরাও মানুষ। বোম্বাইবাসী ইংরাজদিগের গৃহ ইংলণ্ডে, এখানকার ইং- রাজদিগের গৃহও ইংলণ্ডে। বোম্বাই গেজেট, বোম্বাই টাইমসের সম্পাদকও ইংরাজ, কলিকাতার ইংরাজি সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণও ইংরাজ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কত প্রভেদ! বোম্বাইবাসীরা স্বার্থে মোহিত হইলেন না, তাহারা ইহা এক বারও মনে চিন্তা করিলেন না যে, দরিদ্র প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে পাছে তাহাদের কর ভার বৃদ্ধি হয়। এই সুযোগে গবর্ণমেন্টের পক্ষ সম- র্থন করিয়া নিজে স্বার্থ সাধন করার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে মূহুর্ত্তের নিমিত্ত উদয় হইল না, বোম্বাইবাসী ইংরাজেরা একবারও চিন্তা করিলেন না যে, লাইসেন্স ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিলে তাহাদের স্বজাতির অর্থে হস্ত- ক্ষেপ করিতে হইবে। বোম্বাই গেজেট ও বোম্বাই টাইমসে ঘোর বিবাদ, কিন্তু তাহারা দরিদ্র প্রজার জন্যে এই বিবাদ বিস্মৃত হইলেন। লাইসেন্স ট্যাক্স না দিলে ইনকম ট্যাক্স দিতে হইবে, ষ্ট্রাচি সাহেবের এ তাড়নায় তাহারা পতিত হইলেন না। তাহারা বীর পুরুষের ন্যায় অন্নকষ্টে মুমুর্ষ কোটি২ লোককে কর ভার হইতে বিমুক্ত করার জন্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এবং যদিও তাহারা যুদ্ধে জয়ী না হউন, তাহারা ইহা সপ্রমাণ করিলেন যে, স্বার্থের নিমিত্ত ভারতবর্ষে মনুষ্য জাতি একেবারে জঘন্যাবস্থায় পতিত হয় নাই। দেশের মঙ্গ- লের নিমিত্ত স্বার্থ উল্লংঘন করে এখানে এরূপ লোকও আছেন।

মফস্বলবাসীরা যত দিন দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত কলিকাতাবাসীদিগের প্রতি নির্ভর করিবেন তত দিন দেশের এই রূপ দুর্গতি হইবে, তত দিন এই রূপ অবিচার হইবে। স্বার্থ ও অজ্ঞতায় কলিকাতা- বাসীদিগকে এক নূতন জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা ইংরাজ সমাজ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হন, ইংরাজি সম্বাদ পত্র দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন, রাজপুরুষদিগের রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেশের অবস্থা অবগত হন, আবার রাজ প্রসাদের চাকচিক্য দেখিয়া ২৪ঘণ্টা বিস্ময়াপন্ন অবস্থায় থাকেন। এই লোভ ও বিমোহিততা উলংঘন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষ দুর্ব্বল পদানত বাঙ্গালির পক্ষে ইহা এক রূপ অসম্ভব। সুতরাং অনেক সময় কলিকাতাবাসীরা অনেচ্ছায়ও অনেক ত্রুটি করেন। আবার অনেক সময় চতুর ইংরাজদিগের চাতুরিতে বঞ্চিত হন। কিন্তু তাহারা ভ্রমে যাহা করেন তাহার ফলটি যদি সামান্য হইত তাহা হইলে আমরা দুঃখিত হইতাম না। যখন ব্রটীশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশন ইনকম ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সাধারণ সভা আহুত করিয়া ফসেট সাহেবকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তখন ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করেন। তাহারা এ ভ্রমে পতিত না হইলে এখন যে অপব্যয়ের নিমিত্ত কলিকাতাবাসীরা চীৎকার করিতেছেন তাহা উঠিয়া যাইত, গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের হ্রাসের পক্ষে ২৪ঘণ্টা যত্ন থাকিত, এত দিন ইংরাজ ও এদেশীয়তে আত্মীয়তা হইত, গবর্ণমেন্টের উপর এত দিন প্রজার প্রভুত্বের বৃদ্ধি হইত, এবং তাহা হইলে হয়ত বোম্বাই ও মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের জন্যে উচ্ছিন্ন যাইত না, আমাদের এরূপ দুরবস্থা হইত না। বঙ্গবাসীরা পূর্ব্বে যে ভ্রম করেন এবার তাহা সংশোধন করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বার্থ পিশাচ দেশের সর্ব্বনাশ করিল।

—০০—

গবর্ণমেন্ট ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে দুই শত টাকা বেত- নের কতক গুলি সব আসিষ্টেন্ট কনসারবেটার নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। যাহারা এই কর্ম্মের আ- কাঙ্খী তাহারা স্বয়ং ফরেষ্ট বিভাগের কনসারবেটর, ডিপুটী কনসারবেটার, অথবা ফরেষ্ট সরবেয়ারের নিকট উপ- স্থিত হইয়া যাহার যে সুখ্যাতি পত্র থাকে তাহার সহিত আবেদন করিবেন। বিশেষ কারণ ভিন্ন ২৫ বৎসরের অধিক কি ১৮ বৎসরের অনধিক বয়স্ক কাহাকে এ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে না। কর্ম্মাকাঙ্খীগণ আপনাদের সমকক্ষ সিবিল ও ফরেষ্ট বিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারী- দিগের সঙ্গে সমান পদ মর্য্যাদা রাখিতে পারেন, তাহাদের এরূপ লেখা পড়া জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ইচ্ছা করিলে ফরেষ্ট বিভাগের ইনেস্পেক্টর জেনারেলের নিকট আবেদন করা যাইতে পারে। আবেদনকারীরা দরখাস্তে নিজ নাম, ধাম, পিতার নাম, লিখবেন এবং জন্ম দিনের সার্টিফিকেট, কোথায় শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ, কোথায় কি কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহার সার্টিফিকেট, হিন্দুস্থানী অথবা ব্রহ্ম দেশীয় কি কানারি ভাষায় পারিদর্শিতার সার্টিফিকেট, সার্বে করিতে জানেন তাহার সার্টিফিকেট দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে। যাহারা রুড়কি কালেজে আসিষ্টেন্ট এঞ্জিনিয়ারির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথবা সর্বে বি- ভাগে কাজ করিয়াছেন তাহাদের সর্বে সার্টিফিকেট দিতে হইবে না, তবে সার্বে বিভাগ হইতে যাহারা আবেদন করিবেন তাহাদের আপন পারদর্শিতা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে হইবে। যে সমুদয় কর্ম্মাকাংখীরা মনোনীত হইবেন তাহাদের নাম আফিশে রেজিষ্টরী করা হইবে এবং কর্ম্মখালি হইলে ইহারা কর্ম্ম পাইবেন। তবে নাম রেজিষ্টরি হইলেই যে তিনি কর্ম্ম পাইবেন তাহার কোন কথা নাই। কোন কোন স্থানে রূড়কি কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা হিন্দি ভাষায় পারদর্শিতার সার্টিফিকেট না দিতে পারিলেও এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, তবে ইহাঁদের হিন্দি ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে, এবং যত দিন এই পরীক্ষা না দিবেন তত দিন তা- হারা ১৫০টাকায় এই পদে নিযুক্ত হইবেন। ছয় মাসে আর একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কর্ম্মে নিয়ম মত নিযুক্ত হইবেন। উপরিউক্ত সম্বাদটী পাঠ করিয়া কর্ম্মাকাঙ্খী বাঙ্গালি যুবকদিগের আশা প্রজ্জ্বলিত হইবে কিন্তুআমাদের ভয় হয় পাছে কেবল মনস্তাপ প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাদের আশার উদ্দীপন হয়। সম্ভবতঃ উপরিউক্ত পদ গুলি আমাদিগকে দেন গবর্ণমেন্টের সেরূপ ইচ্ছা নহে, তাহা হইলে কর্ম্ম নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন পরীক্ষার সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে কর্ম্মে নিযুক্ত করা না করার ভার গবর্ণ- মেন্ট কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ এই বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের হস্তে অর্পণ হইত না। যাহা হউক, কর্ম্মাকাংখী অথচ যোগ্য যুবকদিগকে আমরা নৈরাশ্য পথ অবলম্বন করিতে বলি না। যাহারা যোগ্য তাহাদের এই কর্ম্মের জন্যে যত্ন করা উচিত। এ কাজ গুলি লইয়া বিবাদ করাতেও অনেক ফল আছে।

—০:০—

প্রান্তে ভবিষ্যতে কি প্রণালিতে শান্তি রক্ষা করা উচিত ইহা মীমাংসা করিবার জন্যে একটী কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। কমিশন দ্বারা এই কয়েকটী বিষয় সাব্যস্ত হইবে। কি প্রণালীতে বহিশত্রু হইতে প্রান্ত রক্ষা করা যাইবে। প্রান্তে যে সমুদয় গ্রাম আছে সে সমুদয় গ্রাম- বাসীদিগের হস্তে অস্ত্র অর্পণ করিয়া এক দল সৈন্য প্রস্তুত করা উচিত কি না এবং ইহা সম্ভব কি না, পোলি- সের এখানে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি থাকিবে, আভ্যান্তরিক ও প্রান্তের কাজ কর্ম্ম করিবার জন্যে কোথায় কত পোলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উচিত, পোলিশ সৈন্য এবং গ্রাম- বাসীদিগকে কত বেতন, কি কি অস্ত্র এবং কিরূপ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, প্রান্তে যে সমুদয় স্বাধীন জাতি আছে পাশ সম্বন্ধে তাহাদের কি জবদিহি করিতে হইবে। ব্রিটীশ রাজ্যের মধ্যে যে সমুদয় স্বাধীন রাজারা আছেন তাহাদের দ্বারা কি কি কাজ করিয়া লওয়া যাইবে, প্রান্তে দুর্গ ও থানা প্রস্তুত করিতে হইবে কি না

এবং এ স্থানে যত লোক আছে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা কর্ত্তব্য কি না।

—〇০০〇—

সার রিচার্ড টেম্পল মফস্বলে আপিলেট বেঞ্চ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা মুঞ্জুর করিয়া উহা ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট মুঞ্জুরের জন্যে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই বিচার প্রণালির পক্ষ বরাবরি সমর্থন করিয়াছি। ইডেন সাহেব এখানে উপস্থিত হইয়া ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার যখন উদ্যোগ করেন তখন ইণ্ডিয়ান লীগ ইহা লইয়া ভারি আন্দোলন করেন। যদি ষ্টেট সেক্রেটরি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন তাহা হইলে ইহা দ্বারা যে বিচার প্রণালীর বিশেষ উৎকর্ষ হইবে তাহা আমরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারি। তবে ভয়ের মধ্যে এখন ইডেন সাহেব বাঙ্গলার গবরর্ণর। তিনি যেরূপ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অনুগত লোককে প্রতিপালন করিতেছেন তাহাতে আমাদের ভয় হয় পাছে তিনি অনুপযুক্ত লোকদিগকে আপিলেট চেঞ্চের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন।

—〇০০〇—

ভারতবর্ষের প্রান্তে যত গুলি বড় বড় লোক ছিলেন তাহারা একে একে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন। সোয়াতের আখন্দের মৃত্যুর পর তাহার প্রতিযোগী আর এক জন আখন্দের মৃত্যু হয়। প্রান্তে রাষ্ট্র যে, কাবুলের আমিরেরও প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছে, আবার জনরব যে কোহাতের আখন্দেরও মৃত্যু হইয়াছে। এই আখন্দ এক জন অতি প্রধান লোক। ইনি ওহাবিদিগের গুরু ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম এখনও সজীব আছে বটে, কিন্তু ওহাবি ধর্ম্মের ন্যায় প্রখর ধর্ম্ম আর জগতে নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এক দিন ভীত হইয়াছিলেন যে, পাছে ওহাবি মুসলমানদিগের দ্বারা তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হন, সুতরাং এই ধর্ম্মের গুরু যিনি তিনি সামান্য লোক নন। ওহাবিদিগের ধর্ম্মের উপর যেরূপ অচলা ভক্তি তাহাতে কোহাতের আখন্দের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহারা যে অতিশয় শোকাকুল হইবেন তাহার কোন ভুল নাই।

———000———

কাসগারের পতন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্বাদ আসিয়াছে। "৭ই ডিসেম্বরে কাসগার শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে। কাসগারের আমিরের কি গতি হইয়াছে, তাহার কোন সম্বাদ এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে তাহার চারি জন মহিলা ও চারি জন বাঁদি রুশিয় রাজ্যে পলায়ন করিয়াছে। আমরা গত বার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে যিনি যত অধর্ম্ম কাজ করেন, এখন তাহার তত জয়। তুর্কির এই জন্যে পতন হইল, রুশিয়ার এই নিমিত্ত জয় হইল, কাসগার এই নিমিত্ত শত্রু হস্তে পতিত হইল, এবং চিন গবর্ণমেণ্টের বিজয়ী সৈন্য এই নিমিত্ত কাসগারে প্রবেশ করিল। ফল হিন্দু জাতির ও হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় মুসলমান জাতি ও মুসলমান ধর্ম্মের বোধ হয় পতন হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ জাতির এখন পতন হইলে আশিয়ার পতন সম্পূর্ণ হয়। কাসগারের পতন সম্বন্ধে আমাদের সুখের মধ্যে এই যে, কাসগার ইউরোপীয় কোন জাতির হস্তে পতিত হয় নাই।

—···:···—

এই রূপ রাষ্ট্র যে, ভারতবর্ষের প্রান্তে দুইটী স্বাধীন জাতি আমিরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছে যে, তাঁহার জন্যেই জোয়াকিদিগের পতন হইল। আমিরের পরামর্শ ও উৎসাহে তাহারা বৃটিশ রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করে, অথচ বিপদ কালে তিনি তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিলেন না। আবেদনকারীরা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি এবার যেরূপ কাজ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আলি মস্‌জিদ দুর্গ রক্ষার জন্য তিনি প্রান্তবাসীদিগের কোন রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না। এই সম্বাদটী সত্য কি না তাহা আমরা জানি না, যদি সত্য হয় তাহা হইলে হয় ত আমিরের এই বিশ্বাসবাতকতার দ্বারা ইংরাজদিগের কিছু উপকার হইবে, কিন্তু আমির যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে কিছু বিপদ হইবার সম্ভব। বোধ হয় এই নিমিত্ত এখনও জোয়াকিদিগের যুদ্ধের শেষ হয় নাই।

—〇০০〇—

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে হাইকোর্টে নিয়ম করিয়াছেন যে, দেনার জন্যে যে সমুদয় লোক দেওয়ানি আদালতে আবদ্ধ থাকে তাহাদের মাসিক খোরাকি যদি পূর্ব্ব মাসের শেষ দিন দাখিল না হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাদিগকে অবিলম্বে কারাগার হইতে মুক্তি দিবেন।

—০:০—

গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ পাইয়াছেন যে জোয়াকিগণ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছে। তাহাদের দলপতিরা সত্বর পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়া সন্ধি স্বাক্ষর করিবে।

বিজ্ঞাপন ॥

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বিতরণ (পূর্ব্বখণ্ড)

আমি কেবল ডাকমাসুল ও দুই জন সরকারের বেতন কিঞ্চিৎ অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ২৵০ মাত্র লইয়া যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্য হইতে উপশম পর্য্যন্ত পাঁচ প্রকরণ বিতরণ করিব। প্রার্থিগণ ২২এ ফাল্গুণের মধ্যে অগ্রিম ২৵ সহিত নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

কলিকাতা বাগবাজার রাজরাজ বল্লভ ষ্ট্রিট ১৬ নং } শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশক।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সংবাদ।

১৯শে ফেব্রুয়ারি। ইংলিশ রণতরী মুডানিয়া হইতে টুজলাতে গমন করিয়াছে। প্রিন্স বিসমার্ক জার্ম্মেনীর পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করেন যে প্রস্তাবিত সন্ধির মধ্যে এরূপ কিছু নাই যাহাতে জার্ম্মেনীর বর্ত্তমান ভারের পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইতে পারে। তাহার বিশ্বাস ইহা লইয়া ইউরোপে আবার যুদ্ধ হইবে না। জার্ম্মেনী মধ্যবর্ত্তী থাকিতে পারেন কিন্তু কিছুতেই হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া একত্রিত হইয়া রুশিয়ার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন এরূপ কার্য্যে তিনি উৎসাহ প্রদান করিবেন না। রাজসভা স্থাপন স্থির হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার রাজমন্ত্রী সভার প্রেসিডেণ্ট প্রকাশ করেন যে যাহাতে যে কার্য্যে ইউরোপের ব্যালেন্স অব পাওয়ার এবং অষ্ট্রীয়া গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ধ্বংশ হয় তাহা তাঁহারা করিতে দিবেন না। গালিপোলিতে রুশিয়রা গমন করে কি না সে সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও রুশিয়াতে কথা বার্ত্তা হইতেছে। আগামী কল্য গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধীয় সমুদয় কথা প্রকাশ করিবেন।

২১শে। নর্থকোট সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, রুশিয়রা গালিপোলি বুলেয়ার লাইন্স, অথথা ডার্ডিনেলিসের আশিয়ার দিকে গমন করিবেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে বেডন বেডনে রাজসভা আহুত হইবে।

২২শে। রুশিয়রা রষ্টচকে গমন করিয়াছে। তুর্ক আর্জ্জরুম পরিত্যাগ করিয়াছে।

২৩শে। রুশিয়রা সুলতানের নিকট তাহার কতকগুলি রণতরী চাহিয়াছেন কিন্তু সুলতান স্বীকার হন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে বরং তিনি ইহা নষ্ট করিবেন। সন্ধি পত্রের স্বাক্ষর করা বিলম্ব হইতেছে। বোধ হয় রুশিয়রা কনেষ্টেণ্টিনোপোলে গমন করিবে।

২৪শে। যদি সুলতান ইংরাজদিগকে রণতরী অর্পণ না করেন তাহা হইলে রুশিয়া রণতরী দাবি করিবে না। আগামী কল্য গ্রাণ্ড ডিউক এবং সেফয়েট পাশা সেন্সটেফানো সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। রুশিয় হেড কোয়াটারে মিডিয়ার ঠিক উত্তরে ষ্টিফানেস নামক স্থানে লওয়া হইয়াছে। রুশিয়রা পিরোট ও আকপালানাকে নামক স্থান অধিকার করিয়াছে, সারভিয়ানরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে এবং তাহারা নিস্‌কিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

সন্ধি সক্রান্ত নিম্নলিখিত নূতন সর্ত্তগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বলগেরিয়া করদরাজ্য ড্যানিউব হইতে বাল্কন পর্য্যন্ত এবং কৃষ্ণসাগর হইতে সার্ব্বিয়ার প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এতদ্ভিন্ন মারিধজা (আড্রিয়ানোপল বাদে) এবং থ্রেস ও মেসিডোনিয়ার অধিকাংশ উহার অন্তর্গত হইবে। বলগেরিয়া রাজ্যের তত্বাবধানের ভার দুই বৎসর পর্য্যন্ত কতক গুলি রুশিয়ানের হস্তে থাকিবে এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত ৫০ হাজার রুশিয়া সৈন্য উহা অধিকার করিয়া থাকিবে। সারভিয়ার ও সণ্টেনিগ্রোর আয়তন বৃদ্ধি হইবে। রুসিয়া বেসারেভিয়ার পরিবর্ত্তে রুমেনিয়াকে ডুবুরুড্‌সা প্রদান করিবেন। কোন জাতির রণতরী ডারডেনেলিস দিয়া যাইতে পারিবে না কিন্তু সকল জাতীয় বণিকদিগের জাহাজ যুদ্ধের সময়ও গমনাগমন করিতে পারিবে। রুশিয়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত ২০০ কোটী টাকা চাহিয়াছেন। এই ক্ষতি পূরণার্থে তুর্কি রুশিয়াকে ছয় খানি রণতরী, কার্স, বেটম, বেয়াজিদ, আরদাহন, প্রদেশ এবং বার কোটী টাকার খত প্রদান করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন বলগেরিয়া ও ইজিপটের রাজস্ব রুশিয়া আদায় করিবেন।

২৫। ইংরেজী সম্বাদ পত্রের মতে সর্ত্তির সর্ত্ত গুলি অতিশয় কঠোর হইয়াছে। এবং তাহাদের মতে ইউরোপে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অষ্ট্রিয়া সামরিক আয়োজনের বৃদ্ধি করিতেছেন।

২৬। প্রিন্স গর্চ্চকাফ পীড়িত হইয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্টে তর্কবিতর্ক হয় যে রুশিয়া যদি ইজিপটের রাজস্ব আদায় করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রুশিয়া ও তুর্কির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় নাই। তুর্কি ছয় খানি রণতরী রুশিয়াকে প্রদান করিবেন কি না তাহা সাব্যস্থ হয় নাই।

সংবাদ।

—টেলিফোনের দ্বারা দূর হইতে আলাপ করা যায়, কিন্তু এখন আর একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যন্ত্র দ্বারা কেবল দূর হইতে লোকে এ বাক্যালাপ করিতে সক্ষম হইবে না, তাড়িত আলোকের সহায় টেলিফোন যোগে দূর হইতে পর পর পরস্পরকে দেখান যাইবে। অর্থাৎ যোজনান্তর হইতে এখন এই যন্ত্র যোগে লোকে কেবল কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইবেন না, এক স্থানে বসিয়া পরস্পরের মুখ দেখিয়া যেরূপ কথাবার্ত্তা চলে ইহা দ্বারা তাহাই হইবে।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে, ডেরাগাজিখাঁতে প্রান্তবাসীরা উপদ্রব করায় এই স্থানের পথ কমিশনার অবরোধ করিতেছেন সে অমূলক। এই স্থানের কতক গুলি প্রান্তবাসী অসভ্যদিগের নিকট চোরা মাল আছে এই সন্দেহ হওয়াতে কমিশনার সাহেব তাহাদিগকে অবরোধ করেন।

—কাশ্মীরের পার্ব্বতীয় অঞ্চলে এখন লোকের ভারি অন্নকষ্ট হইয়াছে।

—কাবুলে এবার যেরূপ তুষার পতিত হইয়াছে এরূপ তুষার আর কোন কালে সেখানে পতিত হয় নাই। তুষারে রাস্তাসমস্ত বন্ধ হয় এবং লোকের গতায়াত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

—সোয়াতের মৃত আখন্দের পুত্র মিয়াপুল তাহার পিতার ন্যায় আপনিও ধর্ম্ম চিন্তায় ব্যাপৃত হইতে সংকল্প করিয়াছেন। এ দিকে তাহার শত্রু ডবের সর্দ্দার সসৈন্যে সোয়াতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সোয়াতের আখন্দের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, প্রিন্স কনটের সঙ্গে প্রিন্স ফ্রেডারিক চার্লসের কন্যার বিবাহ হইবে। ইউরোপের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহারা সকলই ইংরাজদিগের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব, অথচ যাহারা ইহাদের কুটুম্ব তাহাদের সঙ্গে ইহাদের বিবাদ। ইংরাজ জাতি কতক দিল্লির লাড্ডুর ন্যায়।

—বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মের কোন পাপের নিমিত্ত জাপানের আশিয়ায় জন্ম হইয়াছিল, কারণ জাপানবাসীরা অনেক বিষয়ে আশিয় জাতির ন্যায় জঘন্য নহে। ইহারা প্রায় সকল বিষয়ে ইউরোপীয় জাতির সঙ্গে সমান উন্নতি করিতেছে। জাপান গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্যে এক জন সৈনিক পুরুষকে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন এবং তুর্কি ও রুশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হন। তিনি এ পর্য্যন্ত বরাবর যুদ্ধ স্থলে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি জাপান গবর্ণমেণ্ট এক খানি রণতরী যোগে তাহাকে ভূমধ্য মহাসাগরে প্রেরণ করেন এবং রুশ সম্রাট ইহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন।

—হিন্দু হিতৈষিণী লিখিয়াছেন, সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব বদমায়েস দমনের বিধান করিয়া এদেশীয় নিরীহ লোকদিগের শান্তির সুপথ করিয়াছিলেন, কিন্তু এস লী ইডের মহোদয় বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া সে পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াছেন অল্প কয়েক মাস হইল ইডেন সাহেব বদমায়েসদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে উহারা এক কালে দিগুণ সাহসে স্বার্থ সাধনার্থ হস্ত প্রসারণ করিতেছে। স্থানে২ চুরি ডাকাইতি এবং লোকের উপর অনর্থ অত্যাচার হইতেছে, যে সকল অসচ্চরিত্র লোকে ঈদৃশ অন্যায় কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহা দিগকে পুলিষ পর্য্যন্ত অবগত আছেন, কিন্তু ইডেন সাহেবের কঠোর তিরস্কার ভয়ে কেহই সাহস পূর্ব্বক উহাদের সমুচিত শাসনে সমর্থ হইতেছেন না। পূর্ব্বে ঢাকাতে তিন তাসের খেলায় অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তৎপর আইন প্রভাবে নগর হইতে তাড়িত হইয়া উহারা গ্রাম সমূহে আশ্রয় লইয়াছে। নগর অপেক্ষা গ্রামে উহাদের যে অধিকতর লাভ হইতেছে, তাহা সহজেই প্রমাণি হইতে পারে। নগরে নানা আশঙ্কা আছে, গ্রামে কোন শঙ্কার বিষয় নাই। চুরি অথবা বল প্রয়োগ উভয়ই চলিতেছে, তদ্ভিন্ন জুয়া খেলার উপার্জ্জনত আছেই, দুশ্চরিত্রেরা খেয়াঘাট এবং গ্রাম্য পথের মোড় প্রভৃতি স্থানেই আড্ডা করিয়া বসিয়াছে। ইহা দ্বারা অদূরদর্শী বহু সংখ্যক লোককে প্রতারিত এবং স্বধনে বঞ্চিত করিতেছে; ইহা সামান্য অনিষ্টকর নহে। আমরা অনেকবার এসকল কথা প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যখন অন্য রূপ, তখন এ সকল অনিষ্টের কথায় কর্ণপাত করিতে অবকাশ পান না। যে হউক, আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা বসিলার খেয়াঘাট, শীকারিটোলা এবং নওয়ারের তিন তাসী বদমায়েসদিগকে শাসন পূর্ব্বক প্রজার হিতসাধন করুন।

—চিনবাসীরা দেশ হইতে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ উঠাইয়া দিয়া টেলিফোনের ব্যবহার করিতেছে।

—চিন দেশে আজ কয়েক বৎসর অবধি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইতেছে। সম্প্রতি সেখানে একটি লোমহর্ষ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। টাইলেষ্টিন নামক স্থানে চারি হাজার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করিত। এই স্থানে দৈবাৎ আগুণ লাগে এবং আগুণ নিবারণ করিবার পূর্ব্বে ১০০৪ এক হাজার চারি শত লোক অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

—টিকারির মহারাজা টিকারি চিকিৎসালয়ের জন্যে ১২ হাজার, ফতেপুর ও টিকারির মধ্যে পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের নিমিত্ত ১৬ হাজার, এবং শিল্প বিদ্যালয়ের জন্যে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—এই রূপ গল্প উঠিয়াছে যে, আমিরের ইতিমধ্যে ছয় লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। তিনি এই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্যে কান্দাহারে লোক পাঠান। কান্দাহারের গবর্ণর এই ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া অশ্ব যোগে উহা কাবুলে প্রেরণ করিয়াছেন।

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন স্থানে কত আবাদ হইয়াছে এবং কোথায় কিরূপ শস্য হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহার সবিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুতের জন্যে মান্দ্রাজ গবর্ণর নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছেন।

—পাইওনিয়ার ক্রমে জোয়াকিদিগের ভারি গোঁড়া হইয়া উঠিতেছেন। যখন গবর্ণমেণ্ট সন্ধিস্থাপন উপলক্ষে প্রস্তাব করেন যে, জোয়াকিদিগের দুই জন দলপতিকে অর্পণ করিতে হইবে, তখন পাইওনিয়ার গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতি অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন না। তিনি যে পরিমাণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেই পরিমাণ জোয়াকিদিগের প্রশংসা করেন। তিনি তখন বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই রূপ প্রস্তাব করিয়া অতিশয় অন্যায় কাজ করিয়াছেন এবং এই রূপ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জোয়াকিরা কেবল ইংলিশ গবর্ণমেণ্টকে শিক্ষা দেয় নাই, তাহাদের এই রূপ ব্যবহার দ্বারা ইউরোপীয় জাতি মাত্রের শিক্ষা পাওয়া উচিত। পাইওনিয়ার সম্প্রতি আবার লিখিয়াছেন যে, ইংরাজ রাজ্য হইতে যে বন্দুক অপহৃত হইয়া জোয়াকিদিগের হস্তে পড়ে সে অপহরণ জোয়াকিদিগের দ্বারা হয় না, গবর্ণমেণ্টের নিজের লোকেরা উহা করে। যে সকল যোদ্ধারা প্রান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তাহাদের উপর আদেশ করা হইয়াছিল যে, তাহারা যখন শয়ন করিতে যাইবে তখনও তাহারা বন্দুক ছাড়িবে না, বন্দুক পার্শ্বে রাখিয়া নিদ্রা যাইবে, কিন্তু যোদ্ধারা এই আজ্ঞা প্রতিপালন করে না। তাহারা সচরাচর যেরূপ শয়ন করিবার পূর্ব্বে সকলে এক স্থানে বন্দুক সাজাইয়া রাখে তাহাই করিয়া নিদ্রা যাইত এবং রাত্রে চোরে আসিয়া ইহা চুরি করে। পাইওনিয়ার বলেন যে, যদিও এই সমুদয় বন্দুক শেষে জোয়াকিদিগের হস্তে পতিত হয় কিন্তু উহা তাহারা চুরি করে নাই। জোয়াকিরা কেন চুরি করে নাই এবং অপরে চুরি করিয়া জোয়াকিদের হস্তে কেন অর্পণ করে তাহার কোন প্রমাণ পাইওনিয়ার প্রদর্শন করেন নাই। সে যাহাহউক, পাইওনিয়ার যে সহসা জোয়াকিদিগের প্রতি এরূপ সদয় হইলেন ইহার কারণ কি? সহজে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্যে এই খেলা তিনি খেলিতেছেন, অথবা ইহার আর কোন উদ্দেশ্য আছে?

—গত সপ্তাহে কলিকাতায় দুইটি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। একটি সর্দ্দার দয়াল সিংহকে অভ্যর্থনা করা এবং দ্বিতীয় বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বিদ্বজ্জন সভার আহ্বান। উভয় স্থানে বিস্তর ভদ্র লোকের সমাগম হয়। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই শুভকর অনুষ্ঠানটি আজ কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ইহার সমানরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

—রুটলেজ নামক এক জন সাহেব ভারতবর্ষে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করার উদ্যোগ করিতেছেন। আপাতত ইহা ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে আরম্ভ করিবেন।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, গবর্ণর জেনারেল আগামী মাসে ইন্দোরে গমন করিবেন। স্বাধীন রাজাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে মহারাজা হলকর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অপ্রিয় ছিলেন, এখন সম্ভবতঃ ইনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়াছেন। গাইকোয়াড়ের দুর্গতির পর হইতে এই রূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

—লাইসেন্স ট্যাক্স ও লবণের শুল্ক বৃদ্ধির কথা শুনিয়া সার জর্জ ক্যাম্বেল অস্থির হইয়াছেন। তিনি ইহা লইয়া সম্বাদ পত্রে আন্দোলন করেন আবার হাউস অব কমন্সেও ইহা উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ক্যাম্বেল সাহেব এখানে যেরূপ অপ্রিয় ছিলেন, বিলাতেও সেই রূপ অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র দোষে তাঁহার দোষ গুণ বাছিয়া লওয়া লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

=যখন ডার্ডিনেলিসে বৃটিশ রণতরী ভাসমান হয় তখন লণ্ডন হইতে রণতরী অধ্যক্ষ এই মর্ম্মে তারের সম্বাদ প্রাপ্ত হন: "আপনার অধীনে যে সমুদয় রণতরী আছে তাহা অবিলম্বে ডার্ডিনেলিস দিয়া কনেষ্টেণ্টিনোপোলে প্রেরণ করিবেন। যুদ্ধের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিবেন না, তবে জল পথ যেন কেহ অবরোধ না করে এবং কনেষ্টেণ্টিনোপোলে যদি যুদ্ধ হয় তবে সেখানে যে সমুদয় বৃটিশ প্রজা আছে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। জল পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্যে কোন কোন জাহাজ পাঠাইতে হইবে তাহা [illegible] ন, তবে কনেষ্টেণ্টিনোপোলে ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। কোথায় গমন করিবেন তাহা যেন কেহ আপাতত জানিতে না পায়।"

—আগামী ৬ই মার্চ্চ তারিখে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কুচবেহারের মহারাজার বিবাহ হইবে। গত সোমবারে কন্যা কর্ত্তারা কলিকাতা হইতে কুচবেহারে কন্যা লইয়া গিয়াছেন।

—সোয়াতের আখন্দের মৃত্যুর পর ২৫শে জানুয়ারি তারিখে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিয়াগুন, তাহার পদে অভিষিক্ত হন। নানা স্থান হইতে পণ্ডিত মুসলমান সমাগম করিয়া মিয়াগুণকে অভিষেক করেন। মহরমের আটই তারিখে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আখন্দের মৃত্যু হয়। তাহার শব দর্শন করিতে পাছে ভারি জনতা হয় এই জন্যে যে রাত্রে তাহার মৃত্যু হয় সেই রাত্রে উহার সমাধি ক্রিয়া সমাপন হয়। মিয়াগুণ তত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নন, এই নিমিত্ত তাহার মন্ত্রী স্বরূপ তিন জন পণ্ডিত মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার এক জনকে আখন্দ নিজে নিযুক্ত করিয়া যান। ইনি মিয়াগুণকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবেন এবং সদাসর্ব্বদা ইহার সঙ্গে অবস্থিতি করিবেন।

—কাসগারের পতন সম্বন্ধে এই সম্বাদটি এক খানি বিদেশীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭ই ডিসেম্বরে কাসগার চিনদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। কাসগারের আমির বেগকুলিবেগ পলায়ন করিয়াছেন। তিনি যে কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা কেহ জানে না। তাহার পরিবারস্থ মহিলারা রুশিয় রাজ্যের মধ্যে নার্ব্বিউম্প নামক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন চিনদিগের অত্যাচারের ভয়ে দুই হাজার মুসলমান এই দুর্গে গমন করিয়াছে। এই দুই হাজার লোকের মধ্যে পাঁচ জন তুর্ক আছে। এই পাঁচ জন তুর্ক সৈন্যদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা প্রাদানের নিমিত্ত ইয়াকুব বেগের নিকট প্রেরিত হয়। এই দুই হাজার লোক রুশিয় রাজ্যে উপস্থিত হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া প্রহরী দিয়া টকমাক নামক স্থানে প্রেরণ করেন। চিনেরা ক্রমে কাসগারের নানা স্থান অধিকার করিয়াছে।

=কলিকাতার এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কনেষ্টেণ্টিনোপোল হইতে সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, গ্রাণ্ডডিউক নিকোলাস কনেষ্টেণ্টিনোপোলের একটি উপনগর অধিকার করিবেন। ২৪শে তারিখে তাহার এই স্থানে প্রবেশ করার কথা আছে এবং সেখানে দুই এক দিনের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হইবে। যে সমুদয় সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন হইতেছে তাহাতে তুর্কি উচ্ছিন্ন যাইবে। ইহাতে তুর্কির কার্স ও বটম সহ পূর্ব্ব আর্ম্মেনীয়া রুশদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। তারে আরো সম্বাদ আসিয়াছে যে রুশিয়া ইহা ছাড়া ছয় খানি লৌহ রণতরী চাহিয়াছে। সুলতান ইহাতে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে যদি রুশিয়রা এবিষয়ে জিদ করে তাহা হইলে তিনি ইহা ডুবাইয়া দিবেন। কার্য্যে কনেষ্টেণ্টিনোপোল রুশদিগের হস্তগত হইয়াছে এবং যাহারা সেখানে আছেন এবং যাহারা এ সমুদয় বিষয় বুঝেন, তাহাদের বিবেচনায় তুর্কিতে ইংরাজদিগের যে আধিপত্য ছিল তাহা রুশিয়রা সমূলে উৎপাটন করিয়াছে। ইংরাজ জাতির যে শেষে এই রূপ গতি হইবে ইহাতে পৃথিবীর অপর লোব কেন, বোধ হয় ইংরাজেরাও আশ্চর্য্য হইবেন। ধন বল, সামরিক বল থাকিতে এরূপ ভাবে অপমান ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ হয় ইউরোপের আর কোন জাতি কস্মীন্ কালে হন নাই।

—গবর্ণর জেনারেল ১০ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে গমন করিবেন। তিনি সাহারণপুর, রুডকি, প্রভৃতি স্থান দেখিয়া ১লা এপ্রিলে সিমলায় উপস্থিত হইবেন।

—বোম্বাই টাইমস তারে সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, রুশিয়া ও তুর্কিতে সন্ধি স্থাপন হইলে লর্ড বিকন্সফিলড্ রাজমন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিবেন। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে লর্ড হামিলটন আইরিশ সেক্রেটরি হইবেন এবং তাঁহার স্থানে জেমস্ লোডার সাহেব ইণ্ডিয়ান আণ্ডার সেক্রেটরি হইবেন।

—২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে লর্ড সালিশবরির সঙ্গে মিধাত পাশার সাক্ষাৎ হয়। মিধাত পাশা প্রকাশ করেন যে, দুই বৎসর হইল কাবুলের আমির কনষ্টেণ্টিনোপোলে এক জন দূত প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করেন, যে, তাঁহার সমুদ্রে গমন করিবার একটি পথের প্রয়োজন এবং এই পথ প্রাপ্ত হইবার জন্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে তাঁহার রুশিয়ার সঙ্গে যোগ দিতে হইতেছে।

—নাগা জাতির পতন অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় এই বার ইহা সম্পূর্ণ হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে নাগা পর্ব্বতের সামাগুইটিং নামক স্থানে ইংরাজদিগের হেড কোয়াটার এবং ওকা নামক স্থানে তাহাদের সব ডিবিসন ১লা হেড কোয়াটার ছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই দুই হেড কোয়াটার পর্ব্বতের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হইতেছে। এখন অবধি নাগারা আষ্টে পৃষ্টে আবদ্ধ হইবে।

=অষ্ট্রিলিয়াতে যত লোকের বসতি তাহারা প্রত্যেকে গড় পড়তায় মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের জন্য আট আনা করিয়া চাঁদা দিয়াছে। যদি অপর স্থান হইতে এই হিসাবে চাঁদা সংগ্রহ হইত তাহা হইলে মান্দ্রাজে যত শস্য আমদানি হয় প্রায় তত টাকার আমদানি হইত।

—মাল্টাতে ইংরাজদিগের ৪৮২৮ পদাতিক, ১৪২১ জন গোলন্দাজ, ২১৬ ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ৬৪৬৫ জন সৈন্য আছেন, এবং জিব্রেলটারে ৩৪৪০ পদাতিক, ১০৫০ গোলন্দাজ, ৪৩২ ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ৪৯২২ জন সৈন্য আছেন।

—কলিকাতায় এই রূপ জনরব উঠিয়াছে যে, লর্ড ইউলিক ব্রাউন ব্রহ্মদেশের চিফ কমিশনার হইবেন।

—আমেরিকার নিউইয়র্কে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা একটি ভজনালয় প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ভজনালয়টি তিন বৎসর প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ৩৩৪ ফিট লম্বা। ইহাতে ১০৩টি গবাক্ষ আছে এবং ইহা প্রস্তুত করিতে ৩০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

=বিলাতি এক খানি সম্বাদ পত্রের মতে ভারতবর্ষের এত দুর্গতির কারণ রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হওয়া। তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি আমেরিকায় রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার আবার প্রচলিত হইত তাহা হইলে রাজস্ব বৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিতে হইত না, এবং ভারতবর্ষে লাইসেন্স ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইত না।

—আগামী ইংরাজী মাসের ৯ই তারিখে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কনভোকেশন হইবে। বাইশ চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

—ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর দুইটি মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার একটি ভূতপূর্ব্ব পোপ মানব লীলা সম্বরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন, অপরটি সুইডেনের রাজার প্রদত্ত। ইহার একটি রৌপ্যের অপরটি স্বর্ণের।

—সিপ্রি যুদ্ধে যে জোয়াকি দলপতি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া নিহত হয় তাহার নাম রুকনমিয়া। ইনি প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং জোয়াকিদিগের একটী সম্প্রদায়ের উপর ইহার অতিশয় আধিপত্য ছিল। এই রূপ রাষ্ট্র যে আবাজি নামক স্থানে এই ব্যক্তি ইংরাজদিগের অনেক গুলি কুলিকে হত্যা করে, কিন্তু অনেকে আবার ইহাকে এ বিষয় নির্দ্দোষী মনে করেন। তবে এ ব্যক্তি এই কার্য্য করে বলিয়া কাবুলের আমির যে তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন সে সত্য কথা। আবার যে দিন উপরিউক্ত ঘটনা হয় তাহার পূর্ব্ব রাত্রে যাহারা কুলিদিগকে হত্যা করে তাহার অনেকে ইহার গৃহে অবস্থিতি করে।

=প্রান্তে যে সমুদয় অসভ্য জাতি বর্ত্তমান যুদ্ধে বিলিপ্ত হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দলপতিদিগকে পেশোয়ারে আনয়ন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাহারা মধ্যবর্ত্তী হইয়া জোয়াকি যুদ্ধ নিষ্পত্তি করে। ইহারা গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, ইহারা মনোযোগ করিলে জোয়াকিরা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সন্ধি স্থাপন করিতে অসম্মত হবেন না। জোয়াকিদিগকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু ফাঁফরে পড়িয়াছেন।

=লিসবন আকাডেমি অব সায়েন্স নামক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত ক্রমে ইউরোপের অনেক রাজ্যে প্রচলিত হইতেছে। সংস্কৃত যাহারা আদর করিয়া অভ্যাস করেন তাহারা সম্ভবতঃ আর্য্য জাতিকে আদর করিবেন এবং যদি ভারতবর্ষবাসীরা সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করিয়া ইউরোপের অধিকাংশ জাতির সঙ্গে আত্মীয়তা করার যত্ন করেন, তাহা হইলে তাহারা সম্ভবতঃ উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

—জর্ম্মেনী ক্রমে আপনার সৈন্য দল বৃদ্ধি করিতেছেন। সম্প্রতি সৈন্য দল বৃদ্ধি করিবার জন্যে জর্ম্মেন গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত দেড় কোটী টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যে পরিমাণে অপর জাতি সৈন্য দল বৃদ্ধি করিতেছে, জর্ম্মেনী আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রাখিতে সেই পরিমাণে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, তবে বোধ হয় জর্ম্মেনী যত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, তত জর্ম্মেনীর নিপাতের পথ প্রশস্ত হইতেছে।

—এই রূপ জনরব যে তুর্কেরা এই নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছে। সার্ব্বিয়া স্বাধীন হইবে, মণ্টিনিগ্রো, অণ্টিবার ও স্কাটারি নামক হ্রদের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইবে, এতদ্ভিন্ন নিকসিক ও স্পা[illegible] নামক স্থান প্রাপ্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তুর্কি যুদ্ধের ক্ষতি পূরণার্থে ২০০ কোটী টাকা না দিবেন সে পর্য্যন্ত রুশিয়রা বটম, কার্স এবং আর্জ্জরুম অধিকার করিয়া থাকিবে। ষ্ট্রেটশ দিয়া রুশিয় রণতরী গমনাগমন করিতে পারিবে। বলগরিয়ায় স্বাধীন শাসন প্রণালী প্রচলিত হইবে এবং তুর্কি তথায় ইউরোপীয় রাজাদের সম্মতি ক্রমে এক জন খৃষ্টান গবর্ণর মনোনীত করিবেন। এই রাজার অধীনে থ্রেস নামক উপদেশ থাকিবে না। ইহার সীমা বল্কান পর্ব্বত পর্য্যন্ত হইবে। রুশ সৈন্যের কিয়দংশ কনেষ্টেণ্টিনোপোল সহরে অবতরণ করিবে ও গ্রাণ্ড ডিউক সন্ধি স্বাক্ষর করিবেন। সম্ভবতঃ রুশিয়া পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মে তুর্কির প্রাণ ভিক্ষা দিবেন স্থির করেন এখন আর তাহা করিবে না। বেডেন বেডেনে রাজ সভাতে হয় ত এরূপ স্বেচ্ছাচারী সন্ধি স্থাপনে সভ্যেরা সম্মত হইবেন না।

—পাইওনিয়ারে প্রকাশিত হইয়াছে যে কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ হইবার যে জনরব উঠে তাহা অমূলক। তথায় যেরূপ শস্য হইয়াছে, তাহাতে লোকের কষ্ট হইবে না। এরূপ জনরব তুলিয়া গবর্ণমেণ্টের কিছু লাভ হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। ভারতবর্ষে যে এবার এই ভয়ানক কর হইল তাহার প্রধান কারণ এই মিথ্যা জনরব।

=লোকের রুশিয়দিগের উপর এই রূপ ভয়ের উদয় হইয়াছে যে, তাহারা জানে না, রুশিয়রা কোথায় গুপ্তভাবে লুকায়িত রহিয়াছে এবং কবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। সম্প্রতি ত্রিনোকমলিতে এক খানি জার্ম্মেন রণতরী উপস্থিত হইবে। এই জন্যে বোম্বাইয়ে রাষ্ট্র হয় যে, রুশিয়রা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্যে তিন খানি রণতরী প্রেরণ করিয়াছে। ইংরাজদিগের বুদ্ধির ভুলে এবার রুশিয়দিগের পদ বৃদ্ধি হইল।

HE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, FEBRUARY, 28, 1878.

The prôposed scheme for the establishment of Appellate Benches in the Mofussil of Bengal has been forwarded to the Secretary of State for sanction.

———ooo———

The University of Calcutta is going to introduce considerable changes in its examinations. The number of optional subjects for the F. A. and B. A. is to be increased, and the passing marks in all subjects, except the most important, are to be abolished. We are also told that Mental Philosophy is proposed to be abolished from the F. A. Course, and Logic is to form an optional subject of examination. This is a move in the right direction.

———oo———

Babu Ram Shanker Sen has retired from the Legislative Council after an honorable service. The vast maffasil experience of the Babu has been of great use to the Government, and his services should have been retained. Nawab Meer Mahamud has likewise retired. This gentleman is the first Massulman who had the courage to oppose Government measures on the Legislative Council. Moulavee Abdool Latief as a Government servant had his hands tied.

———oo———

An exhibition of agricultural products and manufactured articles will be held in Poona in May 1878, for the encouragement of the agriculture and manufactures of India. Prizes will be awarded by the Committee on the occasion to those whose manufacturing skill and industry satisfy the board of examiners. The articles sent in for competition will be sold off to purchasers if the exhibitors have no objection. The articles to be exhibited should be sent in to the Town-Hall in Hirabag, before the Exhibition is opened on the 1st of May. It is proposed to send some articles, if possible, the notice being so short, from the Albert Temple of Science.

———ooo———

We have received the following appeal in the Lokenathpore case made by Troylokhnath Biswas and Ramgutty Kahar convicted by the Joint-Magistrate of Krishnaghur.—"Being too poor to defray all the expenses for making an appeal to the Sessions Judge of Nuddea, against the sentence of conviction, passed by Mr. Taylor Joint-Magistrate of Krishnaghar, we are obliged to appeal to the generous public for pecuniary help. The people of Krishnagur have already given us help in a variety of ways and we ardently expect that similar help would be accorded to us by the patriotic and generous." We hope the appeal will meet with response from the generous public.

———ooo———

The appointment of the younger brother of the Maharaja of Darbhanga, as we said the other day, is just such an act which is calculated to throw doubts upon the sincerity of the Government. Of course the younger Maharaja is a native of India, but the Government very well knows what the nation actually wanted. Mr. Eden, who never lets slip an opportunity of professing friendship for the people, has simply deprived them of a gift by a stroke of policy, which the British Government promised them, we believe, in all sincerity.

———ooo———

But while this much coveted post has been given to the young Maharaja, who will probably resign his post when compelled to work as civilians are expected to do, the Police Magistracy of Calcutta has been offered to Mr. Amir Ali. Here again the post has been given to a native, previously occupied, since the days of the late Babu Kissori Chand Mittra, by Europeans. But if it was resolved to give the post to a native, a Hindu ought to have been selected, as Calcutta, if it is anything, is a Hindu Town. If the object was to give the post to a Mussalman, surely Moulvie Abdul Lateef, who by his talents, has reached the leading position in his community, and who had already filled the post so efficiently, is decidedly the best man for the place. If a native Barrister was wanted, there are such in Calcutta who are well-known throughout the country and who are older and have greater experience than Mr. Amir Ali. It is for such acts that people attribute favoritism to Mr. Eden.

———ooo———

The fourteenth annual *Conversazione* of the Mahomedan Literary Society came off as usual with great *eclat*. The Town Hall was literally filled with an immense number of visitors, both Native and European. The hall was very tastefully decorated, and the collection of the rare and curious articles placed on the tables attracted general attention, and elicited much applause. The experiments in electricity and chemistry were also very interesting. His Excellency, the Governor General, graced the meeting with his presence, and appeared to be greatly pleased with what he saw and heard. All credit is due to Moulvi Abdool Latiff Khan Bahadoor for bringing about such a brilliant gathering.

———ooo———

The local dailies publish the full proceedings of the monster meeting held recently at Bombay to adopt a Memorial to the House of Commons on the subject of the Trades License Tax and the manner in which legislation is conducted in India. The vast arena in Wilson's Great World Circus, which is capable of holding between three or four thousand people, was crowded, many being compelled to stand on narrow ledges at the edge of the Circus, and at times it even appeared probable that some accident would happen. Like all public meetings, the present, we are told, was exceedingly picturesque, alike from the variety of costumes and the rich variety of colour represented in the various head dresses. A circle of flags of all nations, suspended round the roof of the Circus, heightened the beauty of the scene. The meeting throughout was of an exceedingly enthusiastic description, several of the speakers indulging in the most delightful free hitting. The principal speakers on the occasion were Messrs. Maclean, Vugwandas Madhowdas, Kitterdge, Wood, Kemp, Mowat, Geary, Morarji Gocooldas, and Raghoonath Khote.

———ooo———

A correspondent, the same who first gave the information through our columns to the public of the death of Jung Bahadoor, supplies us with another piece of sensational intelligence. The thana of Kaliagunge, in District Purnea, is just now, it is said, the scene of frequent, what is called, daydacoites. A band of armed men, and women too, some on horse back and some on foot, are committing wholesale depredations. They roam about freely, and the police, it seems, does not care to oppose their doings. They demand contributions from the inhabitants, and beat those who refuse to furnish them with supplies. On the 13th of February, Wednesday, at about 8 o' clock in the morning, a band attacked some Bengali gentlemen, at Billa'baree, in the District of Darjeeling. Some money satisfied them and they left the place. But immediately after, a band of amazons composed of about fifty well-armed females, came to the same place, and demanded a further contribution. On being told that their male relations had already exempted them from further taxation, they began to break open the doors and boxes, and carried away about Rupees 150. If questioned about their nationality, they say that they are inhabitants of Room (Constantinople) and are Mussalmans, but being driven from their country, have come hither to settle. We publish the facts as we have got them, and of course cannot vouch for their accuracy. Our correspondent is inclined to believe that they have come from Nepul.

———ooo———

A correspondent sends us the following account of an indigo oppression case. "There is an indigo factory at Kanthapara in Dacca, belonging to Mr. D. N. More. For a long time the factory was closed, but very recently it has been again set a-going, and three Europeans have been entrusted with the charge of managing it. On the 7th of Falgoon last one of these European managers is said to have forcibly ploughed the land belonging to the ryots of Dhoolinjani. The next day about 60 or 70 *lattials* proceeded to the village of Nickashee, and forcibly ploughed the fields belonging to the ryots of that village. On their way back to the factory, they are alleged to have set fire to the houses of two of the ryots of Dhooliajanee. One of these ryots was also bound hand and foot, and forcibly carried to the factory. A Mahomedan Moonshee was passing by the factory, and he was arrested and placed in the custody of the factory people. Information was at first given to the police, but the Sub-Inspector being away from the Station, the Deputy Magistrate of Manickgunge was applied to, who at once held an investigation on the spot. After taking down the statements of one of the complainants, and the depositions of some witnesses, he ordered for the arrest of six of the factory people. Purwanwas have been also issued for the arrest of the remaining offenders. The Deputy Magistrate has no jurisdiction over the European managers of the factory, but he has sent a strong report against them, recommeuding their immediate arrest." Now that Mr Smith is the Commissioner of Dacca, we doubt not that justice will be done.

———oo———

THE LOKE NATH PORE CASE.

It is the old story over again. Two men Troylakya Nath Biswas and Ramgati Kahar made certain statements to the Joint Magistrate of Chooadanga which sought to implicate Mr. Glascott of the Loke Nathpore indigo-factory. Mr. Glascott was not put on his trial, but Troylakya and Ramgati were prosecuted for making a false statement before a public officer and convicted. So in the celebrated Meherpore case, the witnesses who spoke against the Assistant Magistrate, charged with committing an outrage upon a female, were vigorously prosecuted, but the jury acquitted them. So also in the Fenua case, the ryots, fired at by the planters, were prosecuted and imprisoned.

Ramgoti Biswas owed Mr. Glascott some money, and the corpse of the former was found in a lake at a short distance from the factory. Rumour says that he went to the factory to adjust his accounts, and found Mr. Glascott in a very bad temper of mind on account of the illness of his wife who was then confined. Ramgatis' inability to pay on the spot exasperated Mr. Glascott, and he caught hold of his neck and pressed him hard against the wall. The man died of suffocation, and Mr. Glascott had him thrown in the lake near Boonapara. This is the bazar *gup*; but let us proceed at once to the facts elicited by judicial inquiries.

The first information of the whereabouts of Ramgati was conveyed by Mr. Glascott to Mr. Skrine, the Joint Magistrate of Chooadanga, in a letter. The following is the letter:—

My dear Skrine,-Ramgoti Biswas, the Tehsildar of Kooltollah has been found over Rs. 400 short of his collections, and I have a case ready to bring against him in your court to-morrow. This morning at daylight, his horse was found near the Boonapara line and a saddle, a bridle and some clothes, I suppose belonging to him, under a tree, near the place; so something is up. I have given information to the police at Damurhuda.

Yours sincerely,

(Sd.) G. A. Glascott.

This circumstance coupled with the finding of the dead body, aroused the suspicion of Mr. Skrine against Mr. Glascott, and the suspicion was strengthened by the statements of Troylakya Biswas and Ramgati Kahar, and other "corroborative evidence." What this other corroborative evidence was, has never been disclosed. The dead body was found in circumstances which must give rise to all sorts of surmises. The great point to settle is, whether Ramgati Biswas committed suicide, or was murdered. His body was found deliberately tied to pieces of wood in deep water. He had his shoes on, and his *piran* too, the pocket of which contained some money.

The native Doctor who examined him, recorded it as his opinion that, he was murdered by strangulation. The Civil Surgeon, who examined him subsequently, came to altogether a different conclusion. The native Doctor found marks on his neck, the Civil Surgeon found none. It must be admitted that the testimony of the Civil Surgeon is of greater weight than that of the Native Doctor, but then it must be admitted too, that the native Doctor examined the corpse when it was fresh, and that when the Civil Surgeon examined it was already a mass of putrid flesh.

Whether a man, who wishes to commit suicide, can go step by step into deep water, a hundred yards from dry lands and then fasten himself deliberately to a piece of wood, is more than we can tell, for we never made the experiment. Perhaps the Civil Surgeon did, and he knows best. The case was conducted with vigor by Mr. Skrine in person. All the factory servants were arrested, with the exception of Mr. Glascott. Shortly after, these men were released one by one, and the Magistrate came to the conclusion that, Ram Gati, after all, committed suicide and submitted a report to that effect to the Chief Magistrate of the District, Mr. Stevens.

There was quiet in Nuddea, though people implicitly believing the bazar *gup*, grumbled in silence. The charge was brought against the Magistrates, in social circles, of having let off Mr. Glascott, on the ground of his being a white man. Letters to this effect also appeared in Newspapers, and the matter would have ended there. But the authorities took it into their head to rake up old matters, and bring a criminal charge against Troylakya and Ramgoti for having made false statements. Who is the author of this false move we know not, some people say it is the doing of the Government itself, some bring the charge against Mr. Stevens. But we are inclined to believe that Mr. Stevens does not belong to that class of Magistrates who delight in mischief. We know positively that, in the case of Babu Shoshi Bhushan Mozumdar, the Government asked him to file an appeal, but he had declined. It is not however of great moment who directed to comence the prosecution, save that it would be painful to believe that an impartial and able officer like Mr. Stevens should have any hand in the matter.

It is quite true that this prosecution gave the grumblers an opportunity, of proving their case against Mr. Glascott. But the mischief is, practically they had no such opportunity; because the report of Mr. Skrine was not allowed to be made public. This part of the case presents an extremely ugly feature. Mr. Skrine to whom the statements were made, is now in Madras. His deposition was essential for the prosecution. But he was away and yet the case must be proceeded with, and he was examined by Commission. The prisoners are convicted upon the statement of a man who was only examined by Commission and had to state facts long after they had occurred.

The report of Mr. Skrine, drawn up on the spot would have been a more satisfactory evidence. But that report was withheld, under section 124 which entitles an officer, to withhold communications, when he considers that public interest would suffer by the disclosure. Here is another instance of the weakness of the Judicial, and com-

potence of the Executive, in this country. When he considers that public interests would be jeopardized by the disclosure, no High Court Judge could compel an officer to disclose a communication. But does not simple justice demand that the accused should have every opportunity of proving his innocence? The prosecution declines to disclose facts which the accused demands to be made known for his defence. The prosecution declines the disclosure on imperial grounds, and then the trying officer should have dismissed the case at once. What imperial interests are concerned in the report of a murder or a suicide case we know not. The fact, however, remains that the accused were sent to jail without getting the opportunity of proving their innocence.

Another ugly feature of the case was disclosed by the cross-examination of Mr. Skrine. How they carry things in Madras we know not, but the Madras official, who examined Mr. Skrine, has queer notions of his rights and privileges. Mr. Skrine was cross-examined by Commission, and he disallowed the questions at his sweet pleasure without following any principle whatever. Now, for instance, the question, whether Mr. Skrine saw Mr. Glascott on that day, was not allowed. And the question, "did you not make them drink wine and spirits? [with a view to make them retract their statements]" was allowed. We give some specimens below :—

Q. Do you remember having sent a telegram to Johori Babu (Inspector of Police) after you heard of Ramgati's death?

A. Disallowed.

Q. Why did you think it necessary to hold a local investigation in person?

A. Disallowed.

Q. Did you see Mr. Glascott that day?

A. Disallowed.

Q. Had you any conversation with him touching the murder or supposed murder of Ramgati?

A. Disallowed.

Q. Were any of the Factory Amlas present when you held the local investigation?

A. Disallowed.

Q. Did you give any injunction that the Police should not examine Mr. Glascott?

A. Disallowed.

Q. Was Mr. Glassoott at all examined either as an accused or as a witness during the whole course of this investigation?

A. Disallowed.

Q. Will you swear that you exercised no threats in making them retract their former statements?

A. Disallowed.

Q. Can you swear that you exercised no threat to make them retract their former statements?

A. Yes, I can swear.

Q. Did you not make them drink wine and spirit?

A. No, I did not.

Q. Did you not hold out hopes of reward in case they retracted their former statements?

A. No, I did not.

Q. Did you not threaten some persons whose statements you thought proper to take down with drawn knife and with pistols pointed?

A. Disallowed.

Some of these questions suggest serious charges against Mr. Skrine, and it would have beeen an act of pure mercy to allow him to answer them. Take, for instance, the last question. We could never make up our mind to believe that any sane man, much less a man like Mr. Skrine, could act in the way attributed to him in this indirect manner. Yet from the very fact of his not being allowed to answer the question would suggest that he actually presented a pistol and so forth.

It pains us in a manner we can hardly express, to think that two such men as Messrs Stevens and Skrine, whom we have always held up as models for other Executive officers in India to imitate and follow, should have anything to do in a case like this. We shall yet continue to hope that there is a mistake somewhere. Of Mr. Glascott we say nothing and know nothing. He was not put upon his trial and Heaven alone knows whether Ramgati was murdered or he committed suicide. We only think that the prosecution of the two accused, followed as it was by arbitrary acts enumerated above, was a great mistake, and has given rise to much discontent.

——ooo——

OUR BLUNDER NUMBER THREE.

It was a very great blunder to object to the payment of road-cess on the ground of its non-imposition upon the ryots. The British Indian Association should have relied entirely upon the covenant of the permanent settlement for the protection of the rights of the zemindars. But they went to strengthen the bulwark, which was strong enough to protect them, by other outer-works; and thus furnished their enemies with a base to operate against them. The Government wanted to impose a cess upon the zemindars of Bengal, and the British Indian Association took, among others, the ground that, as land was the joint property of the ryots and the land-holder, the latter alone should not be made to pay the cess. The Government took immediate advantage of such a great blunder, and brought the ryots under the operation of the cess. Thus this disaster we brought upon us by our own mistake.

Our blunder number two was, to follow the cry raised by Anglo-Indians, against an income tax. We did our best to knock the tax on the head, indeed we were chiefly instrumental in bringing about its abolition; and Lord Lytton now refuses to resuscitate the dead [illegible] income tax had existed, his infamous [illegible] the poor [illegible] people would have been now impossible. The imposition of the income tax was followed by a Parliamentary Committee of Finance. And if the European community had been taxed, the retrenchments, for which we have been clamouring, had been long ago made. As long the natives alone paid the taxes, 'British interests' were quite secure; and Europeans in the country, who alone have any voice in the administration of the Empire, have no interest in moving for the reduction of expences, expences which only fatten them. An income tax not only brought the two races, but the officials and non-officials together; and such a combination was quite capable of forcing any financial reform upon the Government.

And we fear we are going to commit blunder number three, if we have rightly understood the programme adopted by the promoters of the public meeting to be held on Saturday, to consider imperial taxation and expenditure. We believe the promoters will take the same attitude which the leading members of the British Indian Association did in the discussion; and in our humble opinion, that attitude is full of peril to our best interests. We pointed the first two mistakes to our countrymen; our voice was drowned in the general clamour in the begining, though it was heard at last. We shall again raise our humble voice against this third blunder; we only beseech a calm and dispassionate hearing.

Sir John Strachey has sought to establish that, the Government is fairly entitled to raise money by taxation, and that the best way of raising it, would be by a tax upon trades and commerce. He has admitted during the course of his speech that there is yet room for retrenchment. The British Indian Association has precisely taken the same attitude with a slight difference, in this discussion. It admits that there is room for retrenchment, it admits that the Government has established a claim for imposing fresh taxes, and it admits that the best way of doing it, would be by the imposition of a Licence tax. The British Indian Association has, therefore, supported the Government policy throughout. The only objection it raises, is not against the principles of the taxation measures, but against some of their details. The Government would make the tax permanent, or would not give a pledge that it would not be permanent; and the British Indian Association would demand such a pledge. This is the only difference which exists between the British Indian Association and the Government on the subject.

A policy which supports the imposition of such a hailstorm of taxes, in an already heavily taxed country, must be inherently wrong. In short, if the Government were to announce today in a vague way that, it would abolish the tax, as soon as circumstances would permit it, the account would be in perfect accord with the views of the Association. The Association is then as much responsible, as the Government itself is, for the new taxes imposed through the length and breadth of the land.

It was a master-stroke of policy, on the part of Sir John Strachey, to admit that, there was yet room for retrenchment, and then deplore the inability of the Indian Government to cope with the Home Authorities. Such a frank admission had two purposes to serve; and both these purposes have been admirably served. Its one object was to make a common cause with the people by giving them confidence, and enlisting their sympathy. Its other object was to divert the attention from the real point at issue. As regards the first object, the British Indian Association sympathises with the Government, and has given its cordial support in the imposition of the taxes. As regards the second object, the Association is busy in preparing schemes for retrenchment, forgetting altogether that an oppressive tax has been already imposed and that, while they are busy calculating the Home charges, the tax gatherers are being let loose.

We have to know what is the good of urging upon a step, that the Government itself professes bent upon to take. The Government declares that it has reduced its expences and will urge upon the Home Government to reduce theirs. It would be therefore labor lost to urge to do a thing, which, it has been promised by Government of its own accord, would be done. Such a demonstration may have for its object the strengthening of hands of the Government, in its endeavor to influence the Home Authorities for reducing their demands upon India. But if a demonstration is at all necessary, would it not be best done by throwing obstacles in the way of the imposition of new taxes? The taxes imposed, the necessity and motive for retrenchment will disappear. To support the imposition of taxes and pray for the reduction of expenditure, is to quench the fire of the steam car and then urge it to move on.

If the attempt of Sir John Strachey, to enlist the sympathies of the people, and divert their attention from the real point at issue, is a master stroke of policy; we may, if we are wise, take our stand upon the very same ground, which has so admirably served the purposes of the Financial Minister. The minister admits that there is yet room for retrenchment. When he admits this, he admits also that the Government has no right to impose fresh taxes. If after reducing all the expences capable of reduction, the Government still wanted money to meet its legitimate requirements, then alone it would be entitled to raise money by fresh taxation; but not before. This ground is unassailable.

The plea that the India Government has no control over the action of the Home Government, is not only absurd, but unworthy of any Government. The Indian Government has no control over the action of the Home Government, but it has the absolute power of taxing the dumb millions at its sweet pleasure. Therefore, the Indian Government, robbed by a greater power, seeks to replenish its purses by taxing the innocent people. It is neither fair, just, nor generous. It is like a zemindar robbed by dacoits, robbing his ryots, to make up his losses!

The plea is absurd likewise. It is represented to us that the Government of the country cannot go on, if taxes are not imposed. Now suppose, if the Home Authorities were appealed to, on the same ground, would they still go on in their course of extravagance? Does not any threat to the safety of the Empire rouse the whole of England? Has not the British Power declared often and often that England would stand or fall by India? Such a representation that, the Government could not be carried on until they curbed their expences, would have an electric effect upon the Home Authorities. But such a representation would never be made, despite all your monster meetings, unless the Indian Government found difficulty in raising new taxes.

We talk of retrenchment, but it is not in the power of any man outside the mysteries to find out, whether actually any retrenchment has been made or not. It is the simplest thing possible for the Government, constituted as it is, to shew either a deficit, or a surplus, extravagance or retrenchment, by a manupilation of figures. If, after a huge demonstration, the Government says that retrenchments have been made, having no means to contradict the statement, we must remain satisfied with that answer. What we mean by retrenchment, we shall explain presently; but what Government means by it has been already explained by Sir John Strachey. Sir John Strachey emphatically says that retrenchments have been made in the civil department, and no further retrenchment is possibe in that direction. We have shewn in our last that the expences of the Civil Department have increased 33 per cent. within the course of seven years. So, practically retrenchment, according to Sir John, means the increase of expences!

If you press very much for the reduction of the Home charges, the same sort of retrenchment may be made in England, as Sir John Strachey said was done here. In our simplicity, we mean by retrenchment, *reduction of taxes*, and not reduction of expenditure. If, in spite of retrenchments, our taxes are not reduced, we care very little whether the retrenchments are made at all or not. What, if the Government reduces the Home charges and still continues to tax men with incomes of one hundred, and to exhaust the country by its heavy land assessment?

The reduction of expenditure is the look out of the Government, which has a separate existence from the people which maintains it. Our look-out must be to save us from the hailstorm of taxes which have been hurled at us. We care not whether the Government reduces expenditure or not. We want the reduction of taxes.

It is all very well to calculate the interest that we are to pay to the defunct East India Company, the costliness of our military system, the charges borne by us, which ought to be legitimately borne by the ruling country &c. &c. It is all very well to make learned speeches, or write learned memorials on these subjects. But what of this shower of taxes? That is *the* point at issue. *That* ought to be our first concern, and our attention has been diverted from *that*. It would be simply ridiculous to sit in judgment upon interminable questions, while the tax-gatherer has been let loose in the country, to prey upon the very poorest of the population. Have these learned men any idea what a tax of 2 per cent upon incomes of Rupees one hundred mean? Such a tax upon incomes of Rupees *two hundred* was imposed eleven years ago, but it proved so very oppressive that the Government was forced in the next year to modify it and raise the incidence of taxation. But past experience has not taught our Government wisdom. If there was oppression in the year 1866-67, when the minimum income taxed, was two hundred, the oppression would be hundred-fold intensified now that the minimum has been lowered to only one hundred. The question of the Horse Guard, and other Military charges is no doubt a large question, a stupendous question, a question of gigantic magnitude, but what of the hailstorm of taxes that have been imposed? We think therefore that the nation ought to take a firm stand on the ground that, the Government has no right to fresh taxation when it admits there is yet room for retrenchment. And failing this, to advocate a tax which would fall upon the rich and avoid the poor.

——ooo——

SCRAPS AND COMMENTS.

The Hon'ble Rivers Thompson, C. S. I. Chief Commissioner of British Burma has been appointed to succeed Sir Edward Bayley. It is said Lord Ulicke Browne will succeed him.

A correspondent at Hyderabad says that Sir Salar Jung has made great reductions in the Police department—the beginning of extensive reductions which the Minister is bent on introducing into the Nizam's territories. A large number of police officers of various grades and departments have been cast adrift, and the Minister is besieged with petitions from those who are without employment.

Mr. Bradford Leslie has issued a circular on medical consulation fees, which informs all the *employes* of the East Indian Railway Company that in all serious cases involving surgical operations, and the risk of losing life or limb, or in critical cases of illness of any of the Company's Medical servants, it is competent for the Company's Officers to call in other medical advisers, and the Company will pay the fees that may be agreed upon for such consultation. This must be understood to apply to the servants drawing salaries of Rs. 300 per mensem and under.

In their indigo report, Messrs J. Thomas & Co. give the result of the crop of last year, as far as can be ascertained from the invoices of European indigo, and the weights after inspection and sale of native indigo, of which there was no reliable invoice. They make the total quantity 151,200 maunds, or about 14,000 maunds in excess of the figures printed at the close of the manufacturing season, on the 26th Britian October. It is to be remarked that while Great Britain has taken only about 1,000 chests in excess of last year, and Germany, Holland, Belgium, Italy, Switzerland, and Russia even less, the export to Fránce have been nearly trebled, those to America nearly doubled, and to Suez and the Gulpha about three times as those of the previous season:

The following extract shews the light in which India is regarded by Manchester :—

Perish India ! England would not die ! has been shouted in our ears. Was the man a lunatic who uttered the cry ? Can any one calculate how much of our wealth is directly and indirectly caused by our intercourse with that land ? Is it too much to suppose that were the flow of India' treasures and commodities to suddenly ceased that Manchester would become at the news a dead city ? And Manchester dead, would England live ? Let us suppose Russia's armies upon the Affghan hills, and 50,000,000 of India's sons in mutiny, and every bank in connection with India, in consequence closed. How many mills, how many warehouses and manufactories here would close also ?

A telegram, dated Pera, the morning of the 25th ultimo, mentions that the following are understood to be among the Russian demands which Turkey has already consented to :—

Servia to get independence.

Montenegro to have Antivari, part of Lake Scutari, Nicsics, Spuz.

Russia to hold Batoum, Kars, and Erzeroum, until an idemnity of twenty million pounds is paid.

The Straits to be opened to Russian warships.

Bulgarian autonomy to be based more on the principle applied to Labanon than the programme adopted by the Conference.

Turkey to nominate a Christian Governor for a long term of years ; such nomination, however, to be subject to the approval of the Powers.

The new Governorship thus created not to include Thrace, but only te extend to the line of the Balkans.

Part of the Russian army to embark at Constantinople, where the final Treaty of Peace will probably be signed by the Grand Duke.

Vanity Fair writes regarding the present position of England :—

It is painful to speak the truth, it is base to disguise it. As pain is better than dishonor, it is necessary to say at once and openly that England is at this moment the laughing-stock of all nations. Nine months ago it was not so. She was then the mightiest of all kingdoms, and it rested with her to say the word which should decide the fate of the world. She left it unspoken, and she is now like a man standing on the turret of the castle of his forefathers, looking on broad, nay, on boundless lands, which are nominally his, but which he has dealt with so recklessly that he can but wait in expectation for those to arrive who are already on their way to dispossess him.

A few months ago she was the strongest Power in the world, she is now one of the weakest ; a few months ago she was chief and leader of all the Mussulmans, she has now, of her own act, without violence, without a sword drawn or shot fired without, a murmur of expostulation, descended from that imperial position.

Further on it says :—

To recapitulate. England has abdicated her position as a great Mussulman Power. The title of Empress of India now is not worth much more than was the title of Emperor of Delhi thirty years ago. This is the gossip of bazars and the talk of villages throughout India ; and to save us from future danger we have such statesmen as Lord Derby for Foreign Affairs and Lord Salisbury and the Duke of Argyll for India, not to speak of Lord Carnarvon for the Cape of Good Hope.

When a hive of bees loses its queen, we are told an embryo of the working insects is selected, and fed on some special food, which has the property of converting its nature from the common to the royal species. Is there no mental food to develop seme man among us into a statesman ? Even at this final moment something might yet be recovered, as the spendthrift mortgagor of his estates may yet preserve a a form or two to thrifty courses.

Vanity Fair always takes a gloomy view of England's position.

Midhat Pasha had an interview with Lord Salisbury on saturday, the 2nd instant, at which the relations existing between the Ameer of Affghanistan and the Russians were spoken of. Midhat Pasha is reported to have stated that the Envoys sent by Shere Ali to Constantinople two years ago, intimated a desire on the part of the Ameer to enter into an anti-British alliance with Russia in order to procure for Affghanistan an outlet to the sea.

The following short historical retrospect of the Indian Mussalmans, beginning with the downfall of the Mogul Empire, is given in a Turkish Paper :—

It is well known that there are about 50 millions of Muhammadans in India, who formerly possessed a wealthy and powerful kingdom, governed by princes of the house of Timor. In the 9th century of the Hegira, the empire was broken up into a number of small States, each ruled by a member of the old Royal family. The result was the decay and downfall of the Mussalman dominion in India, just as happened in Andalusia when it was divided into small independent kingdoms. During this state of affairs, an ambassador from Malabar came to the Porte, in the year 950 Hegira (1433 A. D.), praying Sultan Suleiman Khan to assist the king of that country in ridding his land of the infidels, who had conquered a part of it. The Sultan consented, and sent back the ambassador with a force of janissaries under the command of Yusaf Beg and Hussain Beg, who cleared Malabar of the infidels and re-seated the king on his throne. Again, in 1190 Hegira (1773 A. D.) an embassy came from Sultan Ali Rija of Malabar, soliciting pecuniary assistance for the expenses of the war he had been waging for 40 years against the infidels supported by the English. The Porte, in reply, furnished him with a sum of money, apologising for its smallness on account of the war then going on with Austria. Similarly, seven years later, the Porte was obliged to deny aid to the envoy who came from Sultan Bibi to Abdul Hamid I. They say that this envoy brought splendid presents and asked the Porte to entrust his master with the Government of Baghdad, offering in exchange any portion of his territories which the Porte might choose. Lastly, in 1200 Hegira (1783 A. D.) a treaty was concluded between Tippoo Sultan and the Ottoman Government. Since then, friendly intercourse has been stopped by the progress of English dominion in those parts, until its recent revival in so gratifying a manner.

The following extract from an article which appeared in a Turkish journal, will show how Turkish feeling has been embittered against England :—

After all its bluster, and display, and abusive language, the English Government has apparently ended by telling the Porte that it had better come to direct terms with Russia regarding an armistice and the terms of peace. Thus we suddenly learn that up to this point, English interests are not endangered. The interests and responsibilities of a great Power are matters, no doubt, requiring the most intimate consideration, and not easily to be divined by an outsider. In fact, they are so subtle that the English Government has invariably contended itself with expressing its intention actively to intervene whenever they are threatened with stationing its fleet in Besika Bay, and publishing abroad its readiness for war ; but it has never stated in what British interests consist. At first Russian aggression in Armenia was said to be prejudicial to British interests, but now that opinion has been completely abandoned. Again, since the fall of Plevna, and the starting of negotiations for an armistice or a peace, meetings have been held in London, and the English preparations for action have been so vaunted, that every one has been expecting a declaration of war against Russia. No sooner, however, was it known that the Russian Government had met these demonstrations by calling out two or three hundred thousand more men, than England at once advised the Porte to treat directly with her adversary. Probably we shall soon find that the conditions of peace contain some article which is really prejudicial to British intersts, and yet if it is accepted by the Powers and by the Porte, England will see her interest in agreeing with them, and thus choosing the lesser of two evils. We have already expressed our opinion that the more Russian interests are insisted upon, the further English interests will recede into the background, till at last they are confined to and bounded by the British Isles. The last arrow left in the quiver of English brag is the meeting of Parliament to-morrow, when the policy of the Government will be finally determined. But we trust that henceforth the Ottoman Cabinet will adopt a line of its own, and will mind its own business, and not other people's.

The writer concludes the article with these words :—

As for England, we could fill a volume with our causes of complaint against her for advice which she ought to have supported, and promises which she ought to have kept. England has never been called to account for the way she carried Ahmad Khueus Effendi through India, like a man in custody, forbidding the people all intercourse and communion with him ; yet his mission was undertaken partly at England's particular wish, and in order to obviate dangers threatening her policy. This alone may suffice as an example of the conduct of Turkey's friend, and as a precedent by which subsequent occurrences may be judged."

The humouristic journal *Punch* ridicules the war party in England. It caricatures this party as a donkey clad in a lion's skin. The cry 'I will go to war' issues from its mouth. But from the lion's skin protrude the donkey's head and ears, and the effect of its warlike shout fails entirely.

According to a letter in the *Official Messenger* the Emperor, at his second interview with Osman Pacha, asked him through M. Makeieff, the staff interpreter, with what particular aim he had endeavoured to cut his way out. Osman answered that, as a soldier, he had felt bound to do his best, and that nothing remained to him but to try the chances of a sortie :—

'My attempt failed,' he is said to have added, 'but if anything could console me for my misfortune it would be the honour of being presented to your Majesty.' 'I' render full justice to your valour and your courage, rejoined the Emperor, 'though they were directed against my troops.' 'Sire,' replied Osman, bowing respectfully, 'I merely fulfilled my duty as soldier, and I was in hopes not only that my own country would be grateful, but that I should gain your Majesty's approbation and esteem of your Majesty's army.' 'Had you heard of taking of Vratsa, of Pravits and of Etroopol?' asked Emperor. 'I knew nothing about' it, said Osman. 'Si the unfortunate affair of Gorny Doubniak, no news reached Plevna for forty-five days.' 'Had you provision 'For five days only ; on the eve of the attack they w all distributed to the troops.' 'As a proof of the admirat with which your courage has inspired me, I restore you y sword, and you will continue to wear it when you get Russia, where I hope nothing will occur to displease y After hearing this kind speech Osman Pacha, visi affected, left the Emperor's presence and went out, support by the same persons who conducted him thither. In courtyard the Turkish commander was offered a se on which he rested for a few minutes. Crowds of offic surrounded him, while keeping at a respectful distan The generals engaged him in conversation. Gene Stein handed Osman Pacha his sword, and Colonel Kliv chareff presented to him a branch of myrtle as a sign t 'the captured army and its brave chief were no longer garded as enemies.

It may not be uninteresting at the present junc ture of affairs between Greece and Turkey to kno that, according to the law of 1878, voted lately b the Greek Chamber, the Greek army is now com posed of 2[illegible],000 men—16,288 infantry, 4,044 ligh infantry, 2,608 gendarmes, 552 cavalry, 2,013 a tillery 1,107 sappers and miners, 300 attache to the hospitals, and a number of officers and ser geants on special service.' The annual expense fo the maintenance of the army is estimated a 2,000,000 francs.

News received by the *Times of India*, via Egyp after the last Mail left, says :—

A telegram to Egypt brought to us by the last mail states that Lord Beaconsfield will probably retire from the Government after the European Congress.

It is understood that Lord George Hamilton will succeed Sir Michael Hicks Beach in the Irish Secretaryship Mr. James Lowther, member for York, probably succeeding Lord George as Under Secretary for India.

A private telegram received in Calcutta fro Constantinople dated 23rd instant, states that the Grand Duke Nicholas will occupy Sanstefano, suburb of Constantinople, with troops to-morrow the 24th, and it is probable that peace will be signed there in a day or two. The terms are be lieved to be absolutely ruinous to Turkey. Sh surrenders to Russia Eastern Armenia, includi Batoum and Kars. The telegram further stat that Russia demands six ironclads, but the Port refuses to give them, and threatens to sink the if the demand is insisted on. Constantinople i virtually in the occupation of Russia ; and i is believed by those on the spot who are wel qualified to judge, that a serious blow ha been struck at British influence and interests in the East. It would appear, however, from Reuter's latest telegrams, that the demand for the ironclands has been waived.

We learn from the English papers that *Turkestan Gazette* gives particulars of the capt of Kashgar by the Chinese on Dec. 17. Th sovereign of Kashgar, Beg-Kouli-Beg, had take flight, and his place of refuge was not known but his wives had sought safety at the fort of Na ryusk, in Russian territory. Two thousand Ma homedans, "flying from the sanguinary vengean of the Chinese," had also sought refuge in th fort. Among them were five Turks, who h been sent to Yakoub Beg as instructors of troo On entering Russian territory the fugitives we at once disarmed, and were afterwards sent, un der escort, to Tokmak. The Chinese advanced rapidly from Manas and Ourountchi and occupied, almost without opposition, the whole of th Djityschar district. Several towns, Khotan among others, themselves asked for Chinese garrisons.

One of the latest inventions is called the electros cope, the inventor of which declares that he i able to transmit waves of light by electricity, which combined with a telephone, will enable people t see each other whilst they are carrying on a con versation any distance apart.

Orders have been passed by the Government o India for a sight alteration in one of the Telegraphi Departments by which a limit of 200 words has bee assigned to single telegrams ; this limit is to be raise for press telegrams to 500 words.

We understand that the Secretary of State ha sanctioned the revised estimates amounting t Rs. 1,93,14,793 for the Northern Bengal Stat Railway, being an average rate of Rs. 80,144 per mile for 241 miles. The main line North o the Ganges is metre gauge, while the section Sout of the river is to be constructed on the 5 feet inch gauge, and will probably have to be worke by the Eastern Bengal Company.

Vanity Fair states that Mr. Oliphant was dis missed in consequence of "his having demons trated, in a series of brilliant and conclusive wri tings, the injustice of the refusal by the India Government to restore the Berars. To invoke a old treaty made in the time when any Europea could be transported from Calcutta at the will o the East India Company, as a justification fo this act, is only to make its tyranny more apparen and it is to be hoped [illegible] tter will not b [illegible] to dr[illegible]

ıe Madras Chamber of Commerce has presen- a memorial to the local Government against proposed tax on trades and professions.

contemporary tells us that during the Viceroy's at Barrackpur last week, a meeting, composed he Hon'ble A. Eden, Sir J. Strachey, Sir E. Bayley, Sir A. Arbuthnot, Mr. S. C. Bayley . Mr J. O' Kinealy, assembled to discuss a scheme for a native civil service.

'he *Palt Mall Gazette* contains the following gram from Berlin :—

he differences which have arisen between Auatria Russia are said to be of a very serious character, serious, indeed, that the German Emperror, anxious nediate, has felt constrained, it is said, to interpose person, appealing himself to the Czar and to the peror Francis Joseph, and reminding them of the ıciples upon which the three Emperors' Alliance formed, and entreating them not to break up that ınce. While perfectly friendly to Russia, the German vernment is understood to be supporting Austrian erests.

The London correspondent of the *Indian Daily* *ws* says :—

The suit of the Earl of Aylesford for a divorce from wife, by reason of her elopement with the Mar- s of Balandford, during the time when her husband s with the Prince of Wales in Innia, has been be- e the Court of divorce this week". The suit is said be practically an undefended one.

n the House of Commons, Mr. Chaplin asked e Under-Secretary of State for India whether it s true that Mr. Oliphant, Private Secretary to r Salar Jung, was summarily dismissed by order the Indian Government, in opposition to the ishes of Sir Salar Jung; and, if so, whether he ould state to the House the reasons for that course proceeding, and would lay upon the table the ıpers and correspondence relating to his dismissal. ord G. Hamilton in reply said :—

By a well-known treaty, negotiated in 1998, between e British Government and the Government of the zam, no European is permitted to enter into the ser- ce of the Nizam or to remain in Hyderabad territory cept which the consent of the British Government. ıbject to these provisions, Mr. Oliphant became some- ne back Sir Salar Jung's Secretary. The Govern- ent of India, having recently reason to believe that . Oliphant's presence at Hyderabad was not con- cive to a good understanding between the two Govern- ents, considered it necessary to withdraw the sanc ion pre- ously given to his employment. The Secretary of State es not consider this a matter upon which with advantage public interests papers could be laid upon the table of e House. (Hear, hear.)

Father Lafont will deliver a lecture this even- g at the Science Association on the subject of Singing flames and Human ear." Dr. Mohendra al Sarker will also give a lecture on "Induction d Distribution of Electricity, Power of Points, d the Electric Machine" next Saturday at P. M.

Nothing (says the *Pioneer*) gives such a clear idea the scarcity of fodder in the North-West Provinces an seeing all the commoner trees, far and wide, ipped of their leaves and bare as if from a hail- rm. The *peepul* have been cleared of every f, and in many instances mangoes have not aped. Every conceivable thing that can be lised as fodder is brought into market, even the d leaves of the frost bitten *arhar*, and the culti- tor carefully thins his field of all the plants likely be unproductive of grain, even if he stays his nd at these. Grass is at famine prices, a miserable ndful fetching two annas, and at Makanpur Horse air a bundle, ordinarily obtainable for the same m, could not be purchased under eight annas.

The whole of Melbourne is in a ferment. The Melbourne *Indian Daily News* correspondent writes :—

Commencement of the Revolution—Dismissal of the Judges—Removal from Office of all Police Magistrates—Dismissal of all Coroners—Discharge of the Civil Servants.

These five headings, in the columns of our local press, greeted the eye of the Melbourne reading public on the norning of the 9th instant. The sceptical regarded the whole thing as a joke, instead of *a stern reality* which it eventually proved to be, for on turning to the *Gazette* Extraordinary, there, sure enough, were recounted the hanges which the Berry Government had determined ıpon making. [illegible]ery briefly let me tell you now this has ll come about. The Ministry of the day have been heckmated by the Council refusing to pass a vote for he payment to members, and also of the Appropriation Bill, in which the payment to members was provided for. Irritated to the last degree, and after resorting to all manner of dodges, whereby their machinations might not be frustrated, this expedient has been resorted to, whereby the force of the iron hand may be best shown. All has been done under the hand and seal of the Governor in Council. A harsh injustice has been inflicted ıpon a host of employes, and positive ruin to many and rremediable mischief to the colony must necessarily en- ue upon such a wanton act of barbarism. The object an only be to place in office the tools of the Govern- ment, who will exert every influence in the country to trengthen the hands of the Government in doing its dirty work. It remains to be seen what effect it will really have. To carry the scheme only one step further, the police will be disbanded, and the jails set free. Law and order will no longer prevail. The liberty of the subject is afe to be invaded, and the rights of property will no longer be regarded as sacred. How it will all end God only knows. And where, for some days after this *Gazette* announcement, was His Excellency Sir George Bowen, the Governor of this colony of Victoria? Within an hour or two of his signature being given to the warrants, rdering the immediate dismissal of hundreds of Govern- ment employes, he di[illegible]red to take part ostensibly in e opening of a [illegible] border. He d[illegible] not [illegible] his [illegible]ys, thou[illegible]

presence might have been found most necessary, in view of political complications which do not yet even approach a settlement.

The *Indian Daily News* has the following regarding the new Pope—"His Holiness Leo XIII. is apparently little known on this side of the world. All that we can gather of him is that he was patron of the Church of St. Chrysostom and Bishop of Perugia, and that as Lord Chamberlian to Pio Nono, all the administrative functions were vested in him during the conclave following on the late Pope's death. His Holiness is said to be about seventy years of age."

The Mussurie correspondent of the *Delhi Gazette* says:—"The Mussulmansaver that an alliance between the Russians and Turks is as improbable and impossible as to amalgamate oil with water. They do not believe it. A gentleman who has just returned here from the Madras Presidency declares, that the whole body of Mussulmans there are furious with the English for not assistanting the Turks against the Russians. I verily believe the same feeling exists amongst the Mehomedans in the Bengal Presidency."

Great changes are likely to be made soon in the goverement of the French possessions in India. It is expected that the Governor, M. Trillard, will be recalled, and rumour at Pondicheri has it that he has already asked for permission to retire in anticipation of his re-call. The Commissaire of Marine, M. De Possel Deydier, has been transferred to Cochin China, on account of his opposition to the republican candidate at the late election.

Russia evidently has an eye to the effectual defence by torpedoes of whatever new naval stations she may become possesed; for the *Times* tells us that she has entered into a contract for the supply of a hundred torpedo boats, to be built on the plan of Yarrow and Co.'s fastest boats, with the two leading ship-building firms of St. Petersburgh. Fifty of the boats were to be completed within six months, and arrangements have already been made for transporting them by rail in pieces from St. Petersburgh to Odessa.

Kabul has this year been visited with exceptionally heavy falls of snow. In many places the streets were impassable, and the houses blocked up to such an extent that the inhabitants could only enter and leave them through the roof. Considerable loss of property in cattle and goods has occurred. Great distress is also reported to prevail in the districts of Hazara and Ghaznee owing to the severity of the winter.

The petition to Parliament against the License Tax has now been signed, we hear, by the representatives of every mercantile firm in Bombay, Mr. Donald Graham leading for Messrs. W. and A. Graham and Co., and Mr. Hamilton Maxwell following for Messrs. W. Nicol and Co.

It is said that instructions have lately been issued by the India Government to all local Governments and Administrations to submit to the Supreme Government before the month of August in each year the lists of European or American newspapers and periodicals required by them for the ensuing year.

The Royal Musical Academy of Stockholm has lately forwarded to Dr. Sourindro Mohun Tagore a gold medal, "as an expression of gratitude," for the interesting collection of Hindoo musical instruments and publications which that doctor had some time before presented to the academy.

It has recently been ruled that the Chief Commissionership of the Andaman and Nicobar Islands is not to be considered a local Government, for the purposes of the Civil Pension, Leave, and the Acting Allowance Code.

The following is the telegraphic summary of the week :—

London, 19th February.

The British Iron-clad Squadron has gone from Mudania to Touzla.

Berlin, 19th February.

In to-day's sitting of the German Parliament, Prince Bismark made a speech, during which he expressed his disbelief in the likelihood of a general European war arising from the Eastern Question. There was nothing, he said, in the peace conditions which had changed the attitude of Germany.

Germany will not interfere, but is willing to mediate, and cannot favor an alliance of Germaay, Austria, and England against Russia.

The meeting of the European Cogress is now certain.

Viena, 19th February.

In the Austrian Chamber of Deputies to-day, the President of the Austrian Council of Ministers declared that Austria would preserve the interests of the Austro-Hungarian Monarchy, and would object to any shifting of the balance of the power in Europe.

London, 20th February.

The negotiations are still proceeding between England and Russia respecting the proposed Russian occupation of Gallipoli. Government will make a statement on the subject to-morrow.

Rome, 20th February.

[illegible]inal Pecei, an Italian, has been elected pope by the conclave of Cardinals in succession to Pius Ninth. The new Pope has assumed the tittle of Leo Thirteenth.

Constantinople, 20th February.

Server Pacha, the Minister of Foreign Affairs, has tendered his resignation, which the Sultan has accepted.

London, 21st February.

In the House of Commons to-night Sir Stafford Northcote, replying to a question respecting the proposed occupation of Gallipoli by the Russians, said that the result of the negotiations was that Russia had undertaken not to occupy Gallipoli, Bulair lines, or the Asiatic side of the Dardanelles, and England on her part undertakes not to land troops there.

Sir Stafford said it was probable that additional navy estimates would not now be required.

In the House of Lords, Lord Derby, replying to a question, said that the obstacles which threatened the meeting of the European Conference at Baden-Baden had now been removed, and that it would assemble in about a fortnight.

The House of Lords passed the bill for a suplementary vote of six millions. Lord Beaconsfield said that the money was required, because all Europe was armed to the teeth.

London, 21st February.

The army estimates for 1877-78 amount to sixteen millions, being an increase of 490,000 pounds over those for 1876-77, the increase being chiefly devoted to war material for the army. Auxiliary forces are set down at 625,199 pounds.

London, 22nd February.

Several of the London papers assert that the Porte refuses to adhere to the peace conditions including the surrender of the Turkish fleet.

The Russians have occupied Rustchuk. The Turks have evacuated Erzeroum.

London, Feb. 23.

Russia demands from Turkey the cession of a portion of the Turkish Fleet, but the porte has dissented and states that it will prefer to destroy the Fleet. The peace conditions are not yet signed. If the signature is delayed the occupation of the Constantinople by the Russians is expected.

London, Feb. 24.

The Russian Government has withdrawn the demand made in the peace conditions for the cession of a portion of the Turkish Ironclad Squadron to Russia, the Porte engaging not to cede the Fleet to England. The Grand Duke Nicholas and Safvet Pacha will meet to-morrow at Sanstefano, when the conclusion of the treaty of peace will follow.

London, Feb. 24.

The Russian Headquarters has been transferred to San Stephanos on the east cost of Roumelia, slightly north of Midia.

London, 24th February.

The Russians have occupied Pirot and Akpalauka. The Servians have protested, and are retreating on Nisch.

The following are the fresh Russian peace conditions.

The Bulgarian Tributary State to extend from the Danube to the Balkans, and from the Black Sea to the Servian frontier, and will comprise the valley of the Maritza, Adrianople excepted, and the greater parc of Thrace and Macedonia.

A Russian Commission will be appointed to superintend the Bulgarian State for two years, whilst 50,000 Russian troops will occupy it for the same period.

Servia and Montenegro will be augmented.

As regards Roumania, Russia is authorized to give her the Dobrudscha instead of Bessarabia.

The passage of the Dardanelles is to be prohibited to all war vessels, but free navigation is accorded to merchant vessels even in war time.

The indemnity demanded by Russia is fourteen hundred millions of roubles, or about £200,200,000, to cover which Turkey cedes six iron-clads, Kars, Batoum, Bayazid, and Ardahan, and the territory comprised, and pays forty millions sterling in bonds and eighty-one millions in a sinking fund, the interest of which is guaranteed, to Russia by the tribute payable to the Porte by Bulgaria and Egypt.

Russia also receives the tribute paid by Bulgaria and Egypt to the Porte, besides other minor payments.

London 25th February.

A large meeting was held in Hyde Park yesterday by the party in favor of peace which was however scattered by an immense counter demonstration supporting the Government against Russia.

The Majority of the London papers regard the Russian peace conditions as excessive and state that they will imperil the maintenance of European peace.

The Grand Duke Nicholas with two regiments has arrived at San Stafanos which the Turks have evacuated.

A Russian division has Tchelonned Tehekmedji and Sen Stefanos.

Austria is increasing her armaments.

London, 26th February, 1878.

Prince Gortschakoff is ill.

Lord Lyons the British Ambassador at Paris, will represent England at the coming conference.

In the House of Lords last night, Lord Derby, replying to a question respecting the revised peace conditions, said that the Government had received no information, confirming the peace conditions which had been published, but that if it was trũe that Russia demanded the tribute paid by Egypt to the Porte, that matter would require England's serious consideration.

A report is generally current, which states that Prince Charles of Roumania, will abdicate, if Russia persists in her claim to Bessarabia.

London, 26th February.

In the Commons Mr. Gathorne Hardy, replying to a question, said that negotiations were procceding between the India Office and the War Office, for the supply of seasoned seldier for India.

The treaty of peace between Russia and Turkey is not yet signed.

The question as to whether the cession of six Turkish Ironclads to Russia be included in the peace conditions, is not yet settled.

Vienna, 26th February.

The Hustro-Huniga Govanerument has decided to ask for a credit of six millions sterling for military preparationsr

---

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2 Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta,*

—বৎসর বৎসর এক্‌সচেঞ্জের (বাটা) দ্বারা ভারতবর্ষের বিস্তর অর্থ নষ্ট হয় ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই অর্থ ব্যয় অনিবার্য্য কি ইহা নিবারণ করার কোন উপায় আছে তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটী কমিশন নিযুক্ত হইবে। এই কমিশনটী দ্বারা যে আমাদের [illegible]তি ভিন্ন কোন উপকার হইবে না তাহা আমরা পূর্ব্বাহ্লেই বলিতে পারি। এক্সেচেঞ্জের দ্বারা যে অর্থ নষ্ট হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিজ ভাণ্ডারে গমন না করুক, তাহাদের আত্মীয় স্বজনের ভাণ্ডারে গমন করে, উহা নিবারণ করিয়া রাজভাণ্ডারের অর্থ সঞ্চয় করা ইংলিশ রাজ্যের ধর্ম্ম নয়। এই কমিশনের ফল ইহাই হইবে যে এই উপলক্ষে কতকগুলি টাকা জন কয়েক ইংরাজদিগকে দেওয়া হইবে।

=মান্দ্রাজ হইতে ডাক্তার বিডি সাত প্রকারের কৃষিজাত দ্রব্য পারিসের মেলাতে প্রেরণ করিতেছেন।

=ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে গোধুম আবাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এ বৎসর সর্ব্বত্র হইতে যেরূপ সম্বাদ আসিতেছে এবং বাঙ্গলার শস্য যেরূপ দুমূর্ল্য হইতেছে, তাহাতে লোকের এবার সম্ভবতঃ অতিশয় কষ্ট হইবে। এই কষ্টের উপর আবার লাইসেন্স ট্যাক্সের অত্যাচার।

=সম্প্রতি বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টির দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও শীলাও পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই। গয়াতে এক রূপ পোকা লাগিয়া শস্যের বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছে, স্থানে স্থানে শস্য এরূপ দুমূর্ল্য হইয়াছে যে, লোকে বন্য ফল আহার করিতেছে। সারনে এক হাজার বিঘা আফিঙ্গের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় ১২০ মন আফিং উৎপন্ন হইত। অন্যান্য স্থানেও আফিঙ্গের অনিষ্ট হইয়াছে।

=সম্প্রতি সাপ্রিতে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরাজ সৈন্যেরা বিপক্ষদের নয় জন হত, ও সাত জন আহত, এবং ছয় জনকে বন্দী করিয়াছে।

—এই সম্বাদটী সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী নবেম্বরে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিসে একটী পরীক্ষা হইবে। এই পরীক্ষা দ্বারা পাঁচ জন যুবা নির্ব্বাহিত হইবে এবং ভারতবর্ষের বনরক্ষার কার্য্যে ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্যে ইহারা ফ্রান্সে প্রেরিত হইবে। সিবিল সরবিসের লোক বিলাত হইতে আসিবে, মেডিকল সারবিসের লোক, মিলটরি সারবিসের লোক, সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং, ফরেষ্ট প্রভৃতি সমুদয় লোক বিলাত হইতে আসিবে, এবং ইহার জন্যে যত ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, তাহার কতকাংশ যাহাদের আট টাকা মাসিক আয় তাহাদের সঙ্কুলান করিতে হইবে। এরূপ অবিচার ইংরাজেরা অনায়াসে জীর্ণ করেন।

প্রেরিত

শিক্ষা বিভাগ।

মহাশয়, আমার কোন আত্মীয় শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করেন, তাঁহার ঘনিষ্ঠতায় এ বিভাগ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করিতে পাই। আমার মনের স্বাভাবিক গতিও শিক্ষা বিভাগের প্রতি বেশী, এ জন্য এ বিভাগের বিষয় অনেক সময় চিন্তা করিয়া থাকি। আমার চিন্তিত কয়েকটী বিষয় সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে বড়ই ইচ্ছা, আপনকার পত্রিকায় তৎসমুদয় প্রকটিত করিলে অনুগৃহীত বোধ করিব!

১। কর্ম্মচারী নিয়োগ—। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের পদে ও কলেজের অধ্যাপকের পদে ইংরাজ নিয়োগ করেন, তাহাতে তত ক্ষতি হয় না; প্রত্যুতঃ অধ্যাপক ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত ব্যক্তি হন ইহা কতক প্রার্থনীয়। কিন্তু স্কুল ইনিস্পেক্টরের পদে বাঙ্গালি ভিন্ন অন্য কেহ নিযুক্ত হন, ইহা বড় অসঙ্গত। স্কুল পাঠশালা দেখিয়া বেড়ান তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ৮৶১৯৮ স্কুল পাঠশালা বঙ্গভাষার; কিন্তু তিনি বাঙ্গালা জানেন না, পরীক্ষার সময় অবশ্যই তাঁহাকে পরের মুখে ঝাল খাইতে হয়। সাহিত্যের ত কথাই নাই, অঙ্ক ভূগোলের পরীক্ষা করাও তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য নহে। মনে করিলে এমত করিয়া ছাত্রদিগকে বলিয়া দিতে পারা যায়, যে তিনি তাহার কিছুই টের পাইতে পারেন না। তিনি মফঃস্বলে যাইয়া পরীক্ষা করাতে যে ফল, আর হেডকোয়াটারে বসিয়া ডেপুটী ও সব ইনিস্পেক্টদিগের রিপোর্ট পড়িয়া স্কুলের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করাতে ও সেই ফল। তবে তাঁহার এত খরচ করিয়া মফঃসলে স্কুল দেখিতে যাইবার ফল কি? ইহা নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। আদালতে উকিল মোক্তারেরা অনেক বুঝাইয়া দেন, প্রতিযোগী পক্ষ থাকাতে কেহ কিছু ঢাকাইতে পারে না; আপীল, আপীলের উপর আপীল আছে, তাহাতে অনেক রক্ষা হয়; ইংরাজেরা ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া যে এক প্রকার কার্য্য চালাইতে পারেন, তাহার কারণ উহাই। কিন্তু পরীক্ষাস্থলে উকিল মোক্তার নাই। স্বয়ং অনভিজ্ঞ অথচ সেই ভাষার বিদ্যালয়ের পরীক্ষক, এ যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা আমাদের শাসনকর্ত্তারা বুঝিতে পারেন না, অথবা বুঝিলে স্বার্থহানি হয়।

গবর্ণমেণ্ট অন্য বিভাগে যাহা করেন, তাহাতে তত দুঃখ হয় না! ভগবতী ভারতীর পূণ্য বিভাগে কোন অবিচারের কার্য্য ঘটিলে বড় কষ্ট ও ক্ষতি হয়। আমাদের হিতৈষী মহানুভাবক লেঃ গবর্ণর সাহেব একবার এবিষয় বিবেচনা করিলেই চরিতার্থ হইব তিনি অনুধাবন করিলেই কেবল বাঙ্গালিদিগকে স্কুল ইনিস্পেক্‌টরের পদে নিযুক্ত করিবার বিধি বিধান করিবেন।

২। শিক্ষাবিভাগের নিম্নতর কর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতি। আবার বলি, পুনঃ পুনঃ বলি, সরস্বতীর পুণ্যধাম অবিচারে অমেধ্যীকৃত হইলে বড় মর্ম্মান্তিক কষ্ট ও গুরুতর ক্ষতি হয়। জেলার সমস্ত শিক্ষা-কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটের অধীন, দেশে অনেক জেলা ও অনেক মাজিষ্ট্রেট। যদি একটী উন্নতির পদ খালি হইল, ভিন্ন ভিন্ন জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা আপন আপন প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য উপরোধ করিলেন, এক এক জন ইনিস্পেক্টরের কতক গুলি করিয়া জেলা; ইনিস্পেক্‌টরের সংখ্যা ও ৫। ৭ টী। তাঁহারাও প্রিয় অধীনগণের জন্য লেখনী চালন করিলেন, কিন্তু লোকে স্ব স্ব প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের উপরোধ করিয়া থাকেন; কেহ প্রকৃতি উপযুক্ত রূপে কেহ বা বাড়াইয়া উপরোধ করিয়া থাকেন, কেহ বা অতি কৃপণ ভাবে বাক্য ব্যয় করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও স্বভাব, যখন যাহার বিষয় লিখিবেন তখনই হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের দেবস্তোত্র রচনার ন্যায় লেখনীকে অবসন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, ষষ্ঠী মাকালকেও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পিতা পিতামহ করিয়া তুলিবেন। যদি বাস্তবিক এরূপ হইল, তবে শুদ্ধ নানা কর্ম্মচারীর উপরোধ পত্র পাঠ করিয়া তাহার উৎকর্ষ অনুসারে উন্নতিপ্রার্থীদিগের মধ্য হইতে প্রকৃত ভাগ্যবান বাচিয়া লওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। কিন্তু আমাদের অলৌকিক ডিরেকটর সাহেব তাহা করিতে পারেন। তিনি কলিকাতা হইতে বড় নড়েন না; আমার বোধ হয়, অন্ততঃ বৎসরে এক বার করিয়া, তাঁহার প্রত্যেক জিলা বেড়ান উচিত, এবং তাঁহার হাতে যাহাদের উন্নতি নির্ভর করিতেছে সেই সকল অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের গুণাগুণ ক্ষমতা সাক্ষাৎ পরিচয় দ্বারা জানিয়া রাখা উচিত। নচেৎ এমত ব্যবস্থা করা উচিত, যাহারা সাক্ষাৎ গুণাগুণ জানিতেছেন, তাঁহাদেরই হাতে সেই অধীন ব্যক্তিদিগের উন্নতির চূড়ান্ত উপায় থাকে। এক এক বিভাগের ইনস্পেকটরেরা স্ব স্ব বিভাগের উন্নতি প্রদানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে বড় গোল হইতে পারে না।

ওরূপ নিয়ম না থাকাতে উপযুক্ত পাত্রের উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে তাহাতে সুতরাং নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। সম্প্রতি এতদ্বিষয়ক একটী অতি অল্প দিনের ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

মাসাবধি হইল, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺ পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যুতে২০০ টাকার একটী ডেঃ ইনিস্পেকটরী খালি হয়। দেশ শুদ্ধ লোক মনে করিয়াছিল সেকেণ্ড গ্রেডের সিনিয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহা নিশ্চয় পাইবেন। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধরী উহা পাইয়াছেন; তিনি অযোগ্য পাত্র বলিতেছি না। কিন্তু চারু বাবু রাজকৃষ্ণ বাবুর বহুদিন পূর্ব্ব হইতে ১৫০ টাকা পাইয়াছেন; স্বর্গীয় মহাচেতা আর, এল, মার্টিন সাহেব তাহাকে বহু পুর্ব্বে ২০০ টাকার পদ পাইবার যোগ্য স্থির করেন, কিন্তু তৎকালে তাহা দিবার উপায় না পাওয়াতে অন্য প্রকার পুরস্কৃত করিয়া তাহার বাটী হেড কোয়াটার করিয়া দেন।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি, তিনি সিবিল লিষ্টিতে উচ্চতর স্থানে থাকিয়াও উন্নতিতে বঞ্চিত হইলেন; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শুনিতে পাই আমাদের ডিরেকটর সাহেব বড় তেজস্বি প্রকৃতির লোক; তথাপি তাহার হাতে এই ঘোরতর অবিচার হইয়া গেল।

আমরা প্রসঙ্গতঃ আর একবার এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। বাকুণ্ডা জেলার কুচিয়াকোল ইংরাজী স্কুল বা রাধাবল্লভস ইনষ্টিটিউশন অনেকের পরিচিত; হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রতিও ডিরেকটর সাহেবের কৃপাদৃষ্টি করা উচিত। এ বৎসর হনি ১৪জন ছাত্র টেষ্ট একজামিনে বাঁচিয়াছিলেন, অষ্টম নবম ও দ্বাদশ ছাত্র, পাছে তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়া ওকালতী পরীক্ষা দিতে না পায়, এ জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক পরীক্ষা দেয় নাই। তাহার বাছা চতুর্দ্দশ ছাত্র যখন পাস হইল তখন গেলে ১৪ জনই পাস হইত সন্দেহ নাই। কেবল ১১ জন পরীক্ষা দেয়; ১১ জনই পাস হয়। উহাদের এক জন প্রথম বিভাগে, ৬ জন দ্বিতীয় ও ৪ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মফঃস্বল স্কুল বিশেষ বাকুণ্ডা জেলার মফঃস্বল, ছাত্রেরা আর কাহারও সাহায্য পায় না, সেখান হইতে এরূপ সুফল উৎপাদন করা সামান্য গুণের কথা নহে। কেশব বাবু যেমন বিদ্বান তেমনি পরিশ্রমী, তেমনী শ্রম করাইতে সক্ষম।

অসাধারণ গুণশালী শিক্ষকের পুরস্কারের স্বরূপ তাঁহাকে কোন প্রধান জেলা স্কুল হেড মাষ্টার করিয়া দেওয়া উচিত।

শ্রীপঃ—

———000———

আবগারী ডিষ্টিলারী।

মহাশয় শুনিতেছি আগামী এপ্রেল মাস হইতে আবগারীর ডিষ্টিলারি এবালিশ হইয়া সকল জিলায়ই বাহের ভাটীর বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াছেন। এই জন্য জেলার হাকিমদের রায়ও গবর্ণমেণ্ট তলব করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ অপেক্ষা মাদক দ্রব্যের আরো বৃদ্ধি করিবেন। মদও সুলভ হইবেক কাজে কাজেই এক্ষণ যাহারা পয়সার মমতায় খাইতে না শিখিয়াছে, পরে মদের মূল্য হ্রাস হইলে অনেকেই শিখিতে অভ্যাস করিবেক, বিশেষতঃ বাহের ভাটীর বন্দোবস্ত হইলে কত লোকের যে অন্ন মারা যাইবেক বলা যায় না। অতএব মহাশয় এই সংবাদটী সত্য কি মিথ্যা মহাশয়ের বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

বশম্বদ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ,
গগরী, মুঙ্গের।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীআশুতোষ পাল—বর্দ্ধমানাধিপতি, সিতি উত্তরপাড়া বিজ্ঞান মিহির সাধারণ পুস্তকালয়ে বিংশতি বাঙ্গালা পুস্তক দান করাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীসত্য সুহৃদ—আপনার পত্র খানি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত আমরা উহা প্রকাশ করিতে পারি না। যাহার পক্ষে আপনি লিখিয়াছেন তিনি যখন আদালতে শাস্তি পাইয়াছেন, তখন নির্দ্দোষী হইলেও সাধারণে তাহাকে দোষী বলিয়া গণ্য করিবে। যদি তিনি নির্দ্দোষী হন তাহা হইলে গ্রামস্থ ভদ্র লোকে একত্রিত হইয়া তাহার মুক্তির জন্যে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে তাহার বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

শ্রী, বর্দ্ধমান—আপনার ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রী উ, নবাবগঞ্জ—গর্দ্দভ ও হনুমানে প্রভেদ কি? কিছু দিন হইল এক ব্যক্তি নবাবগঞ্জ হিতৈষিণী সভার কোন সভ্যকে গর্দ্দভ বলেন। পত্র প্রেরক তাহাকে কদলী ফল ভক্ষণ ও ত্রেতাযুগের কথা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কাহার জিত ও কাহার হারি হইল পাঠকগণ তাহার বিচার করুন।

শ্রীজয়নারায়ণ দাস—ইনি কতকগুলি ধান্য আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। ইহার কোনটীতে দুইটী ও কোনটীতে তিনটী চাউল দেখা গেল। পত্র প্রেরক বলেন যে, যদি কেহ উহা স্বচক্ষে দেখিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট এক আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দিলে তিনি উহা পাঠাইয়া দিতে পারেন। পত্র প্রেরকের ঠিকানা, "দেশ হিতৈষিণী সভার সম্পাদক, খামারগাছি, মগরার ডাক ঘর।"

শ্রীঃ—ডায়মণ্ড হারবার, বাঁকিপুর থানার অন্তর্গত রঙ্গিলাবাদ গ্রামে অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের ভারার্পণ হওয়াতে প্রজাগণ কষ্ট পাইতেছে।

জনৈক দর্শক—লিখিয়াছেন যে মেছপাড়া ও গোয়ালপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু উদ্ধব রাম চৌধুরীর একটি পুত্রের জন্ম উপলক্ষে পনর দিন পর্য্যন্ত মহোৎসব হয়। এই উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদ ও বিস্তর দান ধ্যান হইয়াছিল।

শ্রীগোকুল চন্দ্র দে=আপনাকে চিনিয়াছি। ওরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিয়া আপনার নাম কলঙ্কিত করিবেন না।

বোবার ভাই হাবা=আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভয়ানক কাণ্ড বটে, কিন্তু যখন আপনি অপ্রকাশ্য থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন উহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। যদি এ বিষয়ে কোন আন্দোলন করার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

কস্যচিৎ পাঠক, দাইহাট—এক বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে উহা সাধারণের অপ্রীতিকর হইয়া উঠে।

বিজ্ঞাপন॥

মাধব মোহিনী।

"গণনীয় নবন্যাস মধ্যে গণনা করিতে সঙ্কুচিত হই না," অমৃত বাজার পত্রিকা।

চন্দ্র রোহিনী।

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নবন্যাস লেখকগণ এত দূর কৃতকার্য্য হন নাই।] মধ্যস্থ।

হীরালাল নাটক।

"আমাদের মতে ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক হইয়াছে।" অমৃত বাজার পত্রিকা।

প্রতি পুস্তকের মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা।

(সচিত্র) বসন্তক।

(১) প্রথম খণ্ড হইতে ২৪ খণ্ড অবধি মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

লর্ড লিটনের চিত্র মূল্য এক আনা ডাক মাশুল এক আনা।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার চিত্র মূল্য এক আনা ডাকমাশুল এক আনা।

"সুচারু যন্ত্র" ৩৩৬ চিতপুর রোড কলিকাতা। } শ্রীদ্বারকানাথরায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

FOR SALE.

A Male Elephant height 9-1 aged about 20 years, is a fast goer and has splendid tusks. A female Elephant height 10-1 aged about 35 years. Apply to Ishan Chundra Mukherjee 85 Amherst Street.

CALCUTTA.

শরত সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

মূল্য ১৷৵ ডাকমাসুল ৵০।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। "বঙ্গ ভাষার প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব" ———বান্ধব।

ইষ্টিমার ক্যাথওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে। যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্যের তালিকা আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।

আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১৷০
ঐ ভৈষজ্যতত্ত্ব, ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	।০
ঐ মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ ওলাউঠার বাক্স ২৪ শিশি	১০
ঐ ঐ ঐ ১২ শিশি	৫

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।

৩৪, কর্ণ্ওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সেবন করিলে বুঝিতে পারিবেন।

"টনিক ড্রপ" ইহা দ্বারা পুরাতন জ্বর (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া) প্লীহা, যকৃত, উপদংশ ও ধাতু ও রক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত পীড়া, শির পীড়া প্রভৃতি অতি স্বল্প দিবস ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া, শরীর বলকারক করে। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং।০ আনা।

"গনোরিয়া মিক্সচর" ইহা দ্বারা নূতন ও পুরাতন মেহ রোগ এক বারে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং।০ আনা।

আমাদিগের ঔষধিতে পারা ইত্যাদি কোন প্রকার অনিষ্টকর ধাতু নাই। যদ্যপি ডাকের বা অন্য কোন প্রকার টিকিটে কেহ মূল্য প্রেরণ করেন তাহা হইলে টাকা প্রতি ৴০ এক আনা বাট্টা সহিত পাঠাইবেন। শিশির উপর প্রশংসা পত্র সহ ব্যবহার প্রণালীর কাগজ বেষ্টিত থাকিবে।

কেঃ এমঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানি (ড্রগিষ্টস) বেনারস।

অত্যাশ্চর্য্য সুফলপ্রদ ঔষধ।

ভারতজাত দ্রব্য সংযোগে চিকিৎসাতত্ত্ব সম্পাদক দ্বারা প্রস্তুত।

নবজ্বর ব্রহ্মাস্ত্র চূর্ণ।

৮ পুরিয়ার প্যাকেট।০ আনা। ডাক মাসুল ৴০ আনা।

জীর্ণজ্বর প্লীহারি লৌহ।

১৬ পুরিয়ার প্যাকেট ॥০ আনা। ডাক মাসুল ৵০ আনা।

ব্যবস্থা পত্র প্যাকেটের মধ্যে থাকিবে। ২৮ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, চিকিৎসাতত্ত্ব কার্য্যালয়ে প্রাপ্য।

Wanted for the Alipore Reformatory School.

1. Carpenter.
1. Blacksmith.
1. Tin Smith as trade instructor.

Applicants must be Natives of Bengal, well-conducted, and first class workmen. Apply personally to the Superintendent, Jail Manufactures, Alipore। ৫ সং।

কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী ও ৯৭ নং কালেজ ষ্ট্রীটস্থ মেডিকেল এণ্ড স্কুলবুকডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীপ্রমথ নাথ বসু প্রণীত।

অমর সিংহ নাটক	॥০
অপূর্ব্ব মিলন নাটক	॥০

৫ সং

DR. H. GANGOOLY'S.
SPECIFIC PILLS.
(Infalliable cures)

Gonorrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8.
with postage Rs. 2 Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

বিনীতভাবে সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করিতেছি যে এ বৎসর আমি অনেক নূতন গাছ ফুল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়াছি যথা ৫০ রকমের অকৃত্রিম আমের কলম ১৫০ রকমের নূতন ও অধিকাংশ সুগন্ধযুক্ত গোলাপ, বাগান সাজাইবার অসীম রকমের চিরস্থায়ী ফুল, লতা ক্রোটন ইত্যাদি। ইহাদের মূল্যের তালিকা দুই আনার টিকিট পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরিত হইবে। এই তালিকায় গাছের লাটিন ও বাঙ্গালা নাম কিরূপে উহা রোপণ ও প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিবরণ লিখিত আছে।

এই বৎসর নারসরির চাঁদা পোনের টাকা হইতে তেরো টাকা করা হইয়াছে। এই রূপ কমানতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। ভরসা করি স্বদেশ হিতৈষিগণ এ দেশীয় নারসরিটি যাহাতে বজায় থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। গ্রাহকগণ অর্দ্ধেক মূল্য ও অপরে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিলে জিনিস সমস্ত পাঠান যাইবে। গ্রাহকগণকে দেশী ও বিলাতী বীজ বাদে জুন ও জুলাই মাসে বাছা২ চিরস্থায়ী লতা ও ফুলগাছের বীজ দেশদেশান্তর হইতে আনয়ন করিয়া রোপণ প্রণালী সমেত পাঠান হইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পাইকপাড়া নরসারি, কলিকাতা।

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের
এবং
পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি
পীড়ার পরিক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মূল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মূল্য ৩৷০ এবং ৬৷০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪॥০
পালা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১॥০
ধাতের ব্যামহ	ঐ	ঐ	২॥০
পুরাতন ঘা ইত্যাদির তৈল	ঐ	ঐ	৩॥০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহোর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মূল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের জলের কলের পার্শ্বের গলি)

কলিকাতা।

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ লোডার, মজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, টোটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং

নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ

কলিকাতা।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত।
টক্সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা	২॥০
খালি কাপড় মোড়া কাগজ	১
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে সাপে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর পরিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়। উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিশে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর। ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত জীবন রক্ষক ১ম ভাগ মূল্য ॥০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মূল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মূল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত ডিপজিটারি ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যানিং লাইব্রেরি কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।